ঘড়২ শালগাছ ফেলে পাত্তর।
রথের চাকা ভাঙ্গে রাবন হইল ফাঁফর॥
ব্রহ্মার বরে রথখান অক্ষয় অব্যয়
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়।
নানা শিক্ষা জানে রাবন ব্রহ্মার কারন
বিচক্ষন শেলে রাবনকরিছে তাড়ন।
সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল রাবনের আপন রকতে
রাবনের গা বাহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
যমের কিঙ্কর সব বড়ই চতুর
রাবনের সনে রন করেত প্রচুর।
নীল হরিতাল বান যমদূতে মারে
মূর্চ্ছিত হইয়া রাবন রথ হইতে পড়ে।
ছটফট করে রাবন বানের ঘায়
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূতপানে চায়।
থাকং করিয়া তারে গর্জ্জেত রাবন
পাশুপত বান রাবন এড়ে ততক্ষন।

আলো করি আইসে বাণ যেন অগ্নি অবতার
যমদুত পুড়িয়া সব হইল সংহার।
পুড়িয়া মরিল যমদুত অগ্নির তেজে
রাবনের রথের উপর জয়ঢাক বাজে।
রথের উপর সিংহনাদ ছাড়েত রাবন
রথে চড়িয়া বাহির হইল রবির নন্দন।
রাঙ্গা মুখ রথখান অষ্ট ঘোড়ায় বহে
ত্বরাতরি রথখান রাবনের আগে রহে।
যে মুর্ত্তিতে যমরাজা পৃথিবী সংহারে
সে মুর্ত্তিতে যমরাজা যুঝিতে আগুসরে।
কাল দণ্ড মহা অস্ত্র যমের প্রধান
যুঝিবার বেলা আসি হইল অধিষ্ঠান।
আজ্ঞা কর রাবন করুক আমায় পরশন
বানের মুখেতে যম শুনেত বচন।
পরশনের কায থাকুক দরশনে মরি
আজ্ঞা কর আমি গিয়া লঙ্কেশ্বরে মারি।
যম বলে মৃত্যু দেখ সংগ্রাম সরস
শুদ হস্তে মারিয়া পাড়ি রাবন রাক্ষস।

যম বলে তোমার রন ক্ষনেক থাকুক
মারিয়া পাড়ি রাবন রাজা দেখ না কৌতুক।
কাল দণ্ডের মুখে ওঠে অগ্নি খরসান
যাহার দরশনে লোক হারায় পরান।
চারিভিতে অস্ত্র ঘার সর্পের আকার
কাল দণ্ড অস্ত্রে কার নাহিক নিস্তার।
হেনকাল দণ্ড যম তুলিয়া নিল হাতে
দণ্ডের গা হইতে সর্প বাহিরায় চারিভিতে।
অজাগর কাল সর্প শঙ্খিনী চিত্রিনী
মুখে বিষ অগ্নি তার মাতায় জ্বলে মনি।
সর্পের বিকট দর্শন ফুটিলেমাত্র মরি
দণ্ড দেখিয়া ত্রিভুবন কাঁপে থরহরি।
দণ্ডের মুখে অগ্নি জ্বলে লোকের তরাস
সর্ব্ব লোক দেখে রাবন রাজার বিনাশ।
ডাক দিয়া যমের তরে করেন বাখান
রাবন মারিলে দেবগন পায় পরিত্রান।
আজি যদি যম তুমি মারহ রাবন
তোমার প্রসাদে এড়াইবে দেবগন।

সকল দেবতা ব্রহ্মা আছে অন্তরীক্ষে
যমের হাতে দণ্ড দেখি আইল সম্মুখে।
রাবনেরে বর দিলাম নাহি তোমার মনে
রাবনেরে মারিতে চাহ তোমার পরানে।
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারন
হেনদণ্ড হস্ত রথ নহে ত্রিভুবন।
যাহার দরশনে মরি পরশনে কিবা কথা
হেনদণ্ড রাবনে মার মনে নাহি ব্যথা।
দণ্ড ব্যর্থ নাহি যাবে না মরিবে রাবন
আমার বচন শুন তুমি না করিহ রন।
অবশ্য মরিবে রাবন দণ্ড মারিলে মুণ্ডে
আমার বরে না মরিবে ব্যর্থ যাবে দণ্ডে।
দণ্ড রাখ রাবন রাখ আমার উত্তর
রাবনেরে জয় দিয়া তুমি যাহ ঘর।
যম বলে তোমার বরে সভার ঠাকুরাল
তোমার বচন লঙ্ঘিলে যাবেক পাতাল।
যমরাজা কাল দণ্ড মৃত্যু তিন জন
তিন জনের মূর্ত্তি দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।

যমরাজা কাল দণ্ড মৃত্যুর গন্ধে
পলায় রাক্ষসকটক চুল নাহি বান্ধে।
বড়২ রাক্ষস সব রাবনসোদর
তিন জনের মূর্ত্তি দেখি রাবন ফাঁফর।
তিন জনের বিক্রম সহিবে কার প্রানে
পলায় রাক্ষস সব স্থির নহে রনে।
পাত্র মিত্র পলায় সব এড়িয়া রাবনে
একেশ্বর রাবন রাজা রহিল গিয়া রনে।
যুঝিবার কায থাকুক দেখি যমরাজে
হেনবীর নাহি যে সম্মুখ হৈয়া যুঝে।
নির্ভয় রাবন রাজা হইয়াছে ব্রহ্মার বরে
যমের সম্মুখে যুঝে শঙ্কা নাই করে।
দশ দিগ রাবন রাজা ছাইলেক বানে
রাবনের বানে যম কিছুই না জানে।
জাঠি ঝকড়া শেল এড়ে রবির নন্দন
জর্জ্জর হইল রাবন তবু করে রন।
যমের রথ ছাইলেক রাবনের বানে
দশ বানে সারথি বন্ধিল দশাননে।

সন্ধান পূরিয়া রাবন ধনুকে যোড়ে শর
এক সহস্র বান এড়ে যমের ওপর।
মৃত্যুর ওপরে করে বান বরিষন
বান ব্যর্থ হয় দেখি চিন্তিত রাবন।
অতি মত্ত রাবন রাজা ব্রহ্মার বরে
মৃত্যুর ওপর বান ফেলে শঙ্কা নাহি করে।
মৃত্যুর মৃত্যু নাহি কি করিবে রাবনে
অবোধি রাবন রাজা যুঝে তার সনে।
বান খাইয়া মৃত্যু অধিক কোপে জ্বলে
যোড়হাত করিয়া মৃত্যু যমের আগে বলে।
মৃত্যু বলে যমরাজা কর অবধান
তোমার অস্ত্রের ভিতর আমি সে প্রধান।
মধুকৈটভ আদি করিয়া যত দৈত্যগন
বালি বলি মান্ধাতা করিয়া ছিল রন।
ব্রহ্মার বর আছে রাবনে কোন জন মারি
সম্মুখে যুঝে রাবন কোনমতে তরি।
তোমার বচন গোসাঞি করি আমি দড়
রন ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড়।

রথে হইতে যমরাজা হইল অদর্শন
হরং বলিয়া রাবন ডাকে ঘনেঘন।
যম হইয়া পলায় রাবন রাজা হাসে
যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে।
যম যদি পলাইল দেখিল রাবন
যম জিনিনু বলি ডাকে দশানন।
কীর্ত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে চমৎকার
সর্ব্ব লোকে রামায়ণ হইল প্রচার।

রাম বলেন অগস্ত্য মুনি জিজ্ঞাসি কারণ
বিস্ময় শুনিলাম আমি যমের তাড়ন।
পাপির প্রহার শুনিয়া আমার চমৎকার
পাপ করিলে লোকের নাহি প্রতিকার।
মুনি বলেন রাম তুমি কর অবধান
তোমার অবতার রাম পাপির পরিত্রান।
যে জন শুনিবেক শুদ্ধ রামায়ন
যমের সহিতে তার নাহি দরশন।

ইহা বই পাপির নাহিক পরিত্রাণ
রামনাম শুনে পাপী হৈয়া একমন।
চারি বেদে সহস্র নামে যত ফল হয়
এক নামের ফল ব্রহ্মা না পায় নিশ্চয়।
মুনির কথা শুনিয়া রামের হৈল হাস্য
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
এথা হৈতে কোথা গেলত রাবন
কহ২ শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলেন রাবন জিনিল সকল দেশ
পাতাল জিনিতে রাবন করিল প্রবেশ।
বাসুকির বিষের জ্বালায় ত্রিভুবন পোড়ে
বাসুকি জিনিতে পাতালভুবন চলে।
বাসুকি জিনিতে চলে অদ্ভুত সাজনি
তিরাশি কোটি লক্ষ আইল কাল সাপিনী।
এক২ নাগের বিষে জীব জন্তু পোড়ে
তিরাশি কোটি নাগিনী রাবনেরে বেড়ে।
চারিভিতে বেড়ে সর্প রাবন ফাঁফর
রাবন এড়িয়া সেনাপতি ওঠ দিল রড়।

বিসম মুদ্গর রাবণ ফেলে চারিভিতে
পলায় নাগিনী সব না পারে সহিতে।
বাসুকিরে এড়িয়া সর্প পলাইল ডরে
বাসুকিরে রাক্ষস লইয়া রাবণ বেড়ে।
বাসুকি করিল বিষবাণ অবতার
ব্রহ্মজাল বাণে রাবণ করেন সংহার।
বিষজাল মহাবিষ বাসুকিত এড়ে
বিষজাল বাণ রাবণ সহিতে নারে।
ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা জানে সন্ধি
মহাজাল বাণে রাবণ বাসুকি করিল বন্দি।
বাসুকি বন্দি করিয়া বাসুকির পুরী লোটে
বিচিত্র আওয়াস ঘর নাগপুর বটে।
এড়িয়া দিল বাসুকিরে মাগিল পরাজয়
ব্রহ্মার বর পাইয়া রাজা নাহি করে ভয়।
শত মাতা সহস্র মাতা যে নাগ ধরে
যার বিষাগ্নিতে স্থাবর জঙ্গম পোড়ে।
মুখে জ্বলে অগ্নি মাতায় জ্বলে মনি
হেন সব সর্প পাতালে গিয়া জিনি।

সর্পরাজার দেশ জিনিলে নামে ভোগবতী
নিপাতের রাজ্যে রাবন গেল শীঘ্রগতি।
নিপাতের রাজ্যে আর কারে নাহি ডর
ব্রহ্মার বর পাইয়া রাবন হইয়াছে অমর।
ডাক দিয়া বলে রাবন নিপাতের ঠাঁই
লঙ্কার রাবন আমি সংগ্রাম চাই।
নিপাতক রাজা সেই যমদরশন
হাতে অস্ত্র বাইয়া আইল করিবারে রন।
জাঠি ঝকড়া শেল অস্ত্র খরসান
খাঁড়া ভাঙ্গিস আর বিচিত্র ধনুক বান।
নানা অস্ত্র লইয়া দুই জনে করে রন
দুই জনের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন।
দুই হস্তির রন যেন দন্তে হানাহানি
দুই সুর্য্যের তেজে যেন উঠিল অগ্নি।
দুই সিংহ রনে যেন ছাড়ে সিংহনাদ
দুই জনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ।
দুই জনে অনেক যুদ্ধে হইল মহামার
সকল পাতালপুরী হইল অন্ধকার।

কেহ কারে জিনিতে নারে দুই জন সোষর
দুই জনে যুদ্ধ করে মাসেক অন্তর।
এক মাস যুদ্ধ হৈল কেহ কারে নারে
দেবগন লইয়া বুহ্মা আইল সত্বরে।
বুহ্মা বলে নিবাতক শুনহ বচন
তোমার প্রানে জিনিতে নারিবে রাবন।
নিবাতকে এড়িয়া বুহ্মা গেল রাবনের স্থানে
এহ কথা কহি রাবন শুন সাবধানে।
আমার বচন শুন লঙ্কার অধিপতি
নিবাতক জিনিতে নারিবে তোমার শক্তি।
আমার বরে দুই জন হইয়াছ দুর্জ্জয়
দুই জনে প্রীতি করিয়া থাকহ নির্ভয়।
কোন জন লঙ্ঘিতে পারে বুহ্মার বচন
দুই জন প্রীতি করে এড়িয়া অস্ত্রগন।
নানা ভোগে রাবনেরে করিল সন্মান
এক বৎসর রাবন ছিল সেই স্থান।
লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞ্জে পাইয়া আদর
বরুনেরে জিনিতে চলিল লঙ্কেশ্বর।

রত্ননিৰ্ম্মিত পুরী দিগ আলো করে
সুরভী দেখিল রাবন বরুননগরে।
বরুনের নগরে দেখে সুরভী পালন
ক্ষীরের ধারা বহে অতি দীপ্তিমান।
যাহার ক্ষীরে ভরিয়াছে ক্ষীরোদ সাগর
হেনধেনু প্রদক্ষিন করিল লঙ্কেশ্বর।
বরুনের আওয়াসে দেখে শুদ্ধ ধবল
দেখিতে সুরভী অতি বড়ই সুন্দর।
সুরভী দেখিয়া রাবন হরিষ অন্তর
যাহা চাই তাহা পাই যেন কল্পতরুবর।
সুরভী দেখিয়া রাবন হরষিত মন
প্রদক্ষিন হৈয়া বন্দে সুরভির চরন।
বরুন জিনিয়া সে আসিব শীঘ্রগতি
যাইবার কালে তোমায় লইব সংহতি।
বরুন জিনিতে রাবন করিল পয়ান
হেনকালে সুরভী হইল অন্তর্দ্ধান।
বরুনের দ্বারে গিয়া ডাকেন রাবন
কোথাকারে গেলা বরুন আসিয়া দেহ রন।

বরুনের পাত্র বলে বরুন নাহি ঘরে
কাহার ঠাঁই যুদ্ধ চাহ শূন্য নগরে।
রাবন বলে কোথাকারে গিয়াছে বরুন
তথা গিয়া আজি আমি করিব মহারন।
বরুনের পুত্র সব দুর্জ্জয় মহাবীর
সৈন্য সামন্ত লইয়া হইল বাহির।
বরুনের পুত্র করে বান অবতার
রাবনের ঠাট কটক পলায় অপার।
ঠাট কটক ভঙ্গ দিল রাবন ফাঁফর
বরুনের পুত্রের সঙ্গে যুঝে একেশ্বর।
রাবন রাজা করে এখন বান বরিষন
তিন ভাই আকাশে ওঠে সহিতে নারে রন।
দ্রোন পুষ্কর হিড়ম্ব মহাবীর
তিন ভাই আকাশেতে রথে হৈল স্থির।
বরুনের পুত্র রাবন আকাশেতে দেখে
রথেতে চড়িয়া রাবন যায় অন্তরীক্ষে।

রুকনের পুত্র করে বান বরিষন
বানে ফুটিয়া রাবন হইল অচেতন।
বানে ফুটিয়া রাবন হইল কাতর
রাবন কাতর দেখিয়া রুষিল মহোদর।
মহোদরের বান যেন মদমত্ত হাতী
বানে বিন্ধিয়া পাড়ে তার রথের সারথি।
পড়িল সারথি তার বান খাইয়া বুকে
তিন ভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া করে বান বরিষন
বানে ফুটিয়া মহোদর হইল অচেতন।
অচেতন মহোদর দেখিয়া লঙ্কেশ্বর
সন্ধান পুরিয়া বান এড়িছে বিস্তর।
অন্তরীক্ষে রহিতে নারে তিন সহোদর।
ভূমেতে পড়িয়া দোঁহে ধুলায় ধূষর
দুই ভাইকে ধরিল গিয়া যত অনুচর
ধরিয়া আনিল তারে পুরির ভিতর।
রন জিনিয়ে রাবনের হরিষ অন্তর
রুকন চাহিয়া বুলে রাজা লঙ্কেশ্বর।

বরুনের পুত্র জিনিল বরুনেরে চাহে
প্রভাষ নামেতে পাত্র রাবনেরে কহে।
বৃহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে সুন্দর
গীত শুনিতে গিয়াছেন বরুন জলেশ্বর।
এত শুনি গেল রাবন ভিতর আওয়াস
খাটের উপর পাইল বরুনের নাগপাশ।
নাগপাশ পাইয়া রাবন সিংহনাদ ছাড়ে
বিদায় করিয়া রাবন তথা হৈতে নড়ে।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাঁস
কহ২ বলিয়া রায় করিল পুকাশ।
এথা হৈতে আর কোথা গেলেন রাবন
কহ দেখি শুনি মুনি পুরান কথন।
মুনি বলেন বলি রাজা পাতালপুরে বৈসে
বার্ত্তা পাইয়া রাবন জিনিবারে আইসে।
পাতালে আওয়াস ঘর দেখে আচম্বিত
দেখিয়া রাবন রাজা হৈল চমকিত।
সোনার প্রাচীর ঘর পর্ব্বতপ্রমান
বিষ্ণু করিল পুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান।

পুহস্ত যায়া পাঠাইল বার্ত্তা জানিবারে
রাজার আজ্ঞা পাইয়া পুহস্ত গেল দ্বারে।
বলির দুয়ারে পুভু আপনি নারায়ন
শরীরের জ্যোতি কোটি সুর্য্যের কিরন।
দ্বারে বসি আছেন পুভু রত্নসিংহাসনে
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনেং।
বিস্মিত হইয়া পুহস্ত আইল সত্বর
এক পুরুষ দেখিলাম শুন লঙ্কেশ্বর।
মহাপুরুষ তেজ বীরে অপূর্ব্ব দরশন
তাহার সমুখে তোমার হবে কোন জন।
শুনিয়া চলিল রাবন পুরুষের পাশে
দ্বারে বসিয়াছে পুরুষ রাবন দেখি হাসে।
সত্বরি যোজন পুরুষ আড়ে পরিসর
তিন শত যোজন পুরুষ ওভেতে দীর্ঘল।
ত্রিভুবন জিনিয়া দেখে বীর দুর্জ্জয়
একেক লোমাবলি এক সূর্য্যের ওদয়।
তিন পায় যুড়িয়াছে তিন সংসার
দেখিয়াত রাবনের লাগে চমৎকার।

সুন্দর পুরুষবর বিষ্ণুর বীরে অংশে
ত্রিভুবন মোহিত হয় পুরুষের বেশে।
রাবন বলে পুরুষ পলাইবে কোথাই
লঙ্কার রাবন আমি সংগ্রাম চাই।
রাবনের কথা শুনিয়া পুরুষের হাস
বলির সনে যুদ্ধ গিয়া ভিতর আওয়াস।
বীরের ভিতর বীর আমি মুনির ভিতর মুনি
ত্রিভুবন সব আমি দিবস রজনী।
তোমার সনে যুদ্ধ আমার শুনিতে উপহাস
আমার সনে তোমার যুক্তি নাহি শেষ।
সমানে২ যুদ্ধ হয়েত উচিত
আমার সনে যুদ্ধ তোমার নহেত বিহিত।
তোমার তরে বলি আমি শুন রে রাবন
বলির ঠাঁই জিজ্ঞাসহ আমি যেই জন।
এতেক শুনিয়া তখন রাবন রাজা হাসে
বলির নিকটে গেল ভিতর আওয়াসে।

পাদ্য অর্ঘ্য দিল বলি বসিতে আসন
বলি বলে পাতালেতে আইলে কি কারণ।
রাবণ বলে বিষ্ণু তোমায় থুইল পাতালপুরে
সাজিয়া আইনু আমি বিষ্ণু জিনিবারে॥
বলি বলে হেন বাক্য নাহি বল মুখে
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি যাবে।
দুয়ারে যাহার সনে হইল দরশন
সেই পুরুষ সৃজিল এ তিন ভুবন।
যাহার উপরে কার নাহি অধিকার
সকল সৃজিয়া তিনি করেন সংহার।
রাবণ বলে যম মৃত্যু আর কাল দণ্ড
ইহা হইতে আর কোন জন আছেত প্রচণ্ড।
বলি বলে তাই কি করিবেক যমরাজ
ত্রিভুবনে কেহ নাহি পুরুষসমাজে।
যম ইন্দ্র বরুণ যত আছে লোকপাল
পুরুষের প্রসাদেতে সভার ঠাকুরাল।
পুরুষের প্রসাদে দেব হইয়াছে অমর
তার বড় বীর নাহি ত্রৈলোক্যভিতর।

রাক্ষস আদি করিয়া যত২ বীর
পুরুষদরশনে তাই কেহ নহে স্থির॥
সেই পুরুষবর আপনি নারায়ন
তোমার তরেতে কহি শুন রে রাবন।
সেই দেব নারায়ন তিনিই শ্রীহরি
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শারঙ্গ ধারী।
এতেক শুনিয়া রাবন হইল বাহির
পুরুষের দেখা নাহি অদেখে শরীর।
রাবন বলে ত্রাসে পুরুষ হৈল অদর্শন
পাইলে এক চাপড়ে তার বধিব জীবন।
আরবার গেল রাবন পুরুষ উদ্দিশে
বলির কাছে গেল রাবন ভিতর আওয়াসে।
বলি বলে রাবনের বুঝিতে নারি মন
পুনঃ২ আওয়াসে আইসে কিসের কারন।
পাত্র লইয়া বলি করে তার অনুমান
বিনি যুদ্ধে রাবনেরে দিব অপমান।
বলিরে বধিতে যায় রাবন আপনার মনে
আপনার বন্ধন বলি দিল তৎক্ষনে।

বন্ধনে পড়িল রাবন আপনার দোষে
রাবন পড়িল বন্ধি বলি রাজা হাসে।
রাবন পড়িল বন্ধি কৌতুকী দেবগন
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষন।
যতেক দেবকন্যা তারা করে হুলাহুলি
বলির ওপর ফেলে পুষ্পের অঞ্জুলি।
ইন্দ্র আদি করিয়া যত দেব ঋষি
স্বর্গবাসে নাচিয়া বেড়ায় যত স্বর্গবাসী।
আজি হইতে দেবগন পাইল নিস্তার
দেখিয়া রাক্ষসগন করে হাহাকার।
এইমত বন্ধিশালে আছেন রাবন
কৌতুকে নাচিয়া বেড়ায় যত দেবগন।
সাত শত দাসী আছে বলি রাজার দাসী
দেখিতে মোহিত তারা পরমরূপসী।
ওচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন ভরিয়া সোনার থালে
পাখালিতে যায় তারা সরোবরের জলে।
রাবন বলে কন্যা সব শুনহ বচন
এক মুষ্টি অন্ন দিয়া রাক্ষহ পরান।

চেড়ী সব বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বর
অন্ন তুলিয়া দিব যেলত অধীর।
এতেক শুনিয়া চেড়ী অন্ন দিল তৎক্ষনে
মুখ পসারিয়া অন্ন খায়েত রাবনে।
রাবন বলে শুন চেড়ী আমার বচন
বারেক আলিঙ্গন দিয়া রাক্ষহ জীবন।
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন
ত্রাসে পলাইয়া যায় যত চেড়ীগন।
কুজি বলে রাবন তুমি মহারাজ
চেড়ির উচ্ছিষ্ট খাইতে নাহি বাস লাজ।
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে২
আপনার বন্ধন বলি নিল তৎক্ষনে।
লজ্জা পাইয়া রাবন হেট করে মাতা
হেট মাতা করিয়া রাবন পলাইল তথা।
যথা২ বিষ্ণু আছেন আপনি অধিষ্ঠান
তথা২ রাবন গিয়া পায় অপমান।
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের হৈল হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।

এথা হৈতে আর কোথা গেলত রাবণ
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলেন রাবণ আছে রথের ওপর
দিব্য রথে চড়িয়া যায় এক পুরুষবর।
সোনার রথখান তার বহে রাজহংসে
সাত শত দেবকন্যা পুরুষের পাশে।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ বাজায় বাঁশি
স্ত্রীগন বেষ্টিত দুর্জয় পুরুষ স্বর্গবাসী।
রথের ওপর যায় শৃঙ্গার কৌতুকে
আপনার রথে থাকিয়া রাবন দেখে।
রাবন বলে পুরুষ বেটা পলাবে কোথাই
লঙ্কার রাবন আমি সংগ্রাম চাই।
তোমার স্ত্রী দেখিয়া আমি ধরিতে নারি প্রাণ
কতকগুলা স্ত্রী মোরে দিয়া যাও দান।
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেশ্বর
অনেক দিন কঠোর তপ করিলাম বিস্তর।
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম অধিষ্ঠান
তোমাহেন কত রাজার লৈয়াছি পরান।

সম্মুখ রনে কেহ মোরে না করে পরাজয়
স্বর্গবাসে যাই আমি শুন রে বিস্ময়।
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে
পূর্ব্বে আছিলাম আমি পূর্ব্বমুনি নামে।
স্ত্রীগনে বেষ্ঠিত আমি যাই স্বর্গবাসে
এমন সময় যুদ্ধ যুক্তি নাই আইসে।
রাবন বলে তুমি আমার বিম্মবাপ
পূর্ব্বে মোর বাপের সনে তোমার আলাপ।
দিগ্বিজয় করিয়া আমি ত্রিভুবন জিনি
কার সনে যুদ্ধ করি মনে অনুমানি।
এক দিন রহিতে নারি আমি বিনা রনে
যুক্তি বলহ তুমি যুঝি কার সনে।
পূর্ব্বমুনি বলে আছে নৃপতি মান্ধাতা
তার সনে যুঝিহ সে সপ্তদ্বীপের কর্ত্তা।
উত্তরদিগে গেল সেই বুলনি বুলিতে
বাসা করিয়া থাক আজি এই পর্ব্বতে।
এই পর্ব্বতে তার সনে হবে দরশন
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিহ দুই জন।

এত বলি পূর্ব্বমুনি গেল স্বর্গবাসে
হেনকালে মান্ধাতা কটকসমেত আইসে।
মান্ধাতা দেখিয়া তবে কষিল রাবণ
মান্ধাতা রাবনে দোঁহে দড় বাজে রণ।
দিগ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষণ।
দুই রাজা নানা অস্ত্র করে অবতার
দুই রাজার সেনা পলায় অপার।
হিরার টাঙ্গি মান্ধাতা পাক দিয়া এড়ে
টাঙ্গি খাইয়া রাবণ রথে হইতে পড়ে।
পড়িল রাবণ রাজা বেড়ে সেনাপতি
হরিষে সিংহনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি।
চক্ষুর নিমেষে রাবণ পাইল সম্বিত
ধনুক পাতিয়া যুঝে মান্ধাতা চিন্তিত।
অগ্নিবান এড়িলেক রাজাত রাবণ
অগ্নিহেন জ্বলিয়া বান ওঠিল গগন।
দেখিয়াত দেবগনের লাগে চমৎকার
বান খাইয়া মান্ধাতা পড়ে কটক হাহাকার।

সম্বিত পাইয়া ওঠে চক্ষুর নিমেষে
ওঠি সিংহনাদ ছাড়ে পরমহরিষে।
দুই রাজার সিংহনাদে পৃথিবী উলটে
দুই রাজা বান এড়ে দুই রাজা কাটে।
দুই রাজাতে বান এড়িছে বিস্তর
মহাশব্দ করে বান তুনের ভিতর।
কেহ কারে জিনিতে নারে নাহি পায় আশ
এক সমান যুদ্ধ করে দশ মাস।
মান্ধাতা বান এড়ে নামে পাশুপত
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী পর্ব্বত।
সপ্ত স্বর্গ কাঁপে আর সপ্ত সাগর
বানের শব্দ শুনিয়া দেবের লাগে ডর।
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল ভার্গব মহর্ষি
অবিলম্বে মহামুনি সেইখানে আসি।
অস্ত্র সম্বরন কর শুনহ মান্ধাতা
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলেন শুন তার কথা।

ব্রহ্মার বর আছে রাবনে আজি নাহি মরে
তোমার বানে রাবনের কিছু করিতে নারে।
তোমার বংশেতে যে পুরুষ জন্মিবেক শেষে
তার ঠাঁই রাবন রাজা মরিবে সবংশে।
তোমার বানে না মরিবে রাজাত রাবন
অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীতি কর দুই জন।
মুনির বচন রাজা না করিল আন
প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিজ স্থান।
মান্ধাতা রাবনে সমান গেল রনে
দোঁহে পরাজয় নহিল ব্রহ্মার কারনে।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস
কহ২ বলিয়া রাম করেন প্রকাশ।
মান্ধাতা জিনিয়া কোথা গেলত রাবন
কহ দেখি শুনি মুনি অপূর্ব্ব কথন।
মুনি বলেন রাবন আছে রথের ওপর
চন্দ্র ওদয় করি ওঠে গগনমণ্ডল।
চন্দ্রের ওদয় দেখিয়া কহিল রাবন
মাত্রার ওপর দিয়া বেটা করিল গমন।

আমার বাণে মেরু মন্দার নাহি বীরে টান
মাতার উপর দিয়া বেটা করিয়াছে পয়ান।
চন্দ্রের উদয় দেখিয়া রাবন রাজা হাসে
চন্দ্র জিনিতে রাবন উঠিল আকাশে।
দুই লক্ষ যোজনের পথ চন্দ্রের আলয়
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া উঠে চন্দ্রের উদয়।
প্রথম স্বর্গে উঠিল রাজা লঙ্কেশ্বর
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন উপর॥
দ্বিতীয় স্বর্গে উঠিল গিয়া রাজাত রাবন
পর্ব্বত এড়িয়া উঠে সহস্র যোজন।
তৃতীয় স্বর্গে উঠিল গিয়া রাবন মহারথ
সেই স্বর্গে থাকিয়া উঠে গঙ্গা ভগীরথ॥
নানা পক্ষী রাজহংস চরে গঙ্গাজলে
সকল কটকে রাবন গঙ্গা স্নান করে।
গঙ্গাজলে রাবন করে স্নান তর্পন
সকল কটক রথে করিল গমন।
গৌরী শঙ্কর আছেন তাহার উপর
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেশ্বর॥

গৌরীভক্ত যে জন পুজিয়াছে পার্ব্বতী
সেই স্বর্গে দেখে রাবন তাহার বসতি।
তাহার ওপর শিবলোক উঠিল রাবন
যক্ষ পিশাচ দেখে মহাদেবের গণ।
তিন কোটি দেবতা ছিল মহাদেবের পাশে
রাবন দেখিয়া তারা পলায় তরাসে।
তাহার ওপর বৈকুণ্ঠ স্বর্গে উঠিল রাবন
পুরী প্রদক্ষিন করিয়া করিল গমন।
ব্রহ্মলোকে গেল সেই ব্রহ্মার নিজ স্থান
আছে দীর্ঘেতে দশ সহস্র প্রমান।
সহস্র স্বর্গ তাহাতে দেখি নিরমান
বিশ্বকর্ম্মার গঠন পুরী অদ্ভুত নির্ম্মান।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া উঠিল রাবন
চন্দ্রের সহিতে তার হইল মিলন।
রাবন দেখিয়া চন্দ্র বড় ক্রোধে রোষে
সহস্র গুন বরিয়া চন্দ্র হিম বরিষে।
হিমবরিষনে কটকের হইল জাড়
জাড়েতে কটকের হাত পা পাইল আড়।

হাত পা আড় রাবন যুঝিতে নারে তাতে
তবুত রাবন রাজা রন নাহি ছাড়ে।
প্রহস্ত বলে তাতে অস্ত্র ধরিতে নারি হাতে
প্রান লইয়া চল যাই পলাইয়া এই পথে।
রাবন কাতর হৈল যুঝিতে না পারে
তবুত রাবন রাজা স্বর্গ নাহি ছাড়ে।
রাবন বলে কৌতুক দেখ চন্দ্র আমি জিনি
চন্দ্র জিনিতে রাবন জ্বালিল অগিনি।
ব্রহ্মাগ্নি জ্বলে সেই বানের মুখের আগে
সেই বানের প্রতাপে কটকের তাড় ভাঙ্গে।
অগ্নিবান এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর
বান ফুটিয়া চন্দ্র হইল জর্জর।
বান খাইয়া চন্দ্র হৈল অচেতন
চেতন পাইয়া চন্দ্র ওঠিল তৎক্ষন।
ওভরতে পলায় চন্দ্র সহিতে নারে রন
চীৎকার ছাড়িয়া পলায় তারাগন।

প্রান লইয়া পলায় চন্দ্র গনিয়া প্রমাদ
ব্রহ্মলোকে গিয়া চন্দ্র করেন বিসাদ।
চন্দ্র ক্রন্দন করে ব্রহ্মার বাড়ে দুঃখ
ব্রহ্মলোক ছাড়িয়া গেল রাবনসম্মুখ।
ব্রহ্মা বলেন শুন অবোধ রাবন
চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ।
সর্ব্ব লোকেতে বন্দে দ্বীতিয়ার চন্দ্র
পৌর্নমাসির চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ।
সর্ব্ব লোকে হরষিত বিরল রজনী
চন্দ্রের সহিতে কেন কর হানাহানি।
কার মন্দ না করে চন্দ্র জগতের করে হিত
হেনচন্দ্র মারিতে তোমার না হয় উচিত।
ব্রহ্মা বলে রাবন তোর মন্ত্র কহি কানে
পরেরে মারিতে পাছে আপনি মর প্রানে।
দুই জনে যুদ্ধ হইলে মরে এক জন
এত দূরে ক্ষমা দেহ অবোধ রাবন।
ব্রহ্মার বচন লঙ্ঘিবে কোন জন
ব্রহ্মা প্রদক্ষিন করি করিল গমন।

অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
চন্দ্র জিনিয়া কোথা গেলত রাবণ
কহ দেখি শুনি মুনি পুরান কথন।
দিগ্বিজয়ের কথা সকল কহে মুনি
রাবনের দিগ্বিজয় মুনির ঠাঁই শুনি।
জম্বুদ্বীপের পার গেল রাজা লঙ্কেশ্বর
কুশদ্বীপেতে দেখে উত্তম পুরুষবর।
সুমেরু পর্ব্বত যেন শরীরের আকার
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার।
বার যোজনের পথ আছে পরিসর
বার শত যোজন শরীর উভেতে দীর্ঘল।
রাবণ বলে পুরুষ তুমি কোন জন
সংগ্রাম চাহিয়া বেড়াই দেহ মোরে রণ।
পুরুষের কাছে গিয়া রাবণ রাজা তর্জ্জে
অজাগর সর্প যেন পুরুষবর গর্জ্জে।
পুরুষ বলে আজি তোর ঘুচাইব বিসাদ
আর কত দিন তোর সহিব অপরাধ।

কুড়ি হাতে রাবন রাজা নানা অস্ত্র এড়ে
পুরুষের গায় ঠেকিয়া ওখাড়িয়া পড়ে।
মানুষ নহে পুরুষ আপনি নারায়ন
বান ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবন।
দুই পর্বত যেন ওরু দুইখণ্ড
আপনি বিষ্ণু পুরুষবর আজানু বাহুদণ্ড।
অষ্ট বসু আছে সেই পুরুষের শরীরে
সপ্ত সাগর আছে পুরুষের ওদরে।
দশ দিগপাল আছে পুরুষের পাশে
ওনপঞ্চাশ বায়ু লইয়া পবন বৈসে।
হৃদয়খণ্ডে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি
নাভী কমলে বৈসে দেবীত পার্ব্বতী।
সন্ধ্যা গায়িত্রী পুরুষের ললাটে লিখন
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পাতন।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব আর বিদ্যাধির
তিন কোটি দেবকন্যা পুরুষের দোষর।
গ্রহ নক্ষত্র যোগ আর তিথি বার
গায়ের লোমাবলি দেবের অবতার।

বাসুকির বিষজ্বালে সংসার পোড়ে
হেন বাসুকি পুরুষের মস্তক উপরে।
জিহ্বায় সরস্বতী বৈসে কণ্ঠে বৈসে বাই
চন্দ্র সুর্য্য দুই চক্ষ্ দেখিয়া ডরাই।
রাবনেরে চারি হাতে ধরেন তৎক্ষন
চারি হাতে ধরি আনে রাবন অচেতন।
অচেতন হইয়া ভুমে লোটায় রাবন
রাবন মারিয়া গেল পাতলভুবন।
উলটিয়া চায় তখন রাজা লঙ্কেশ্বর
দেখিতে না পায় রাবন হইল কাতর।
গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া শুক সারনেরে পুছে
আমারে মারিয়া পুরুষ গেল কার কাছে।
শুক সারন বলে শুন রাজা লঙ্কেশ্বর
তোমারে মারিয়া গেল পাতালভিতর।
পাতালে প্রবেশে রাবন পুরুষ উদ্দিশে
কোটি চতুর্ভুজ দেখে পুরুষের পাশে।
সকল পাতালপুরী করিল নিরীক্ষন
মায়ারুপে আছেন পুরুষ না চিনে রাবন।

ত্রাস পাইয়া যনে২ গনেও রাবণ
রাবনেরে দেখা পুরুষ দিল তৎক্ষণ।
সোনার খাটে বৈসে পুরুষ হরিষ অন্তর
তিন কোটি দেবকন্যা পুরুষের দোষর।
দেবকন্যা লইয়া পুরুষ বসিয়াছে কুতুহলে
কামেতে পীড়িত রাবণ ধরিতে যায় বলে।
কোপ দৃষ্টে পুরুষ রাবণপানে চাই
অগ্নিতে পুড়িয়া রাবণ ধুলায় লোটাই।
উঠ২ বলিয়া পুরুষবর ডাকে
শুঠিয়া রাবন রাজা গায়ের ধুলা ঝাড়ে।
রাবণ বলে পুরুষ তুমি কোন অবতার
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার।
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন রে রাবণ
তোরে পরিচয় দিয়া কোন পুযোজন।
যোড়হাতে বলে তখন রাজা লঙ্কেশ্বর
বৃহ্মার পুসাদে মোর কারে নাহি ডর।
তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ
তোমা বৈ অন্যের ঠাঁই না মরে রাবণ।

রাবনের কথা শুনিয়া পুরুষের হাস
আমার ঠাঁইরাবন তুমি হইবে বিনাশ।
পরিচয় না দিল পুরুষ রাবনের তরে
বিদায় হইয়া রাবন তথা হইতে নড়ে।
রাম বলে পুরুষ কেনে না দিল পরিচয়
সেই পুরুষ কোন জন কহ মহাশয়।
মুনি বলেন পুরুষ ত্রিভুবনের সার
তিন কোটি চতুর্ভুজ নিজ পরিবার।
এথা হৈতে আর কোথা গেলত রাবন
কহ দেখি শুনি মুনি পুরান কথন।
মুনি বলেন রঘুনাথ কর অবধান
রাবনের পূর্ব্বকথা কহি তব স্থান।
কৈলাশ পর্ব্বতে গেল বেলা অবসান
বাসা করিয়া রাবন রহিল সেইস্থান।
দুই পুহর রাত্রেতে জাগে দশানন
চন্দ্র উদয় করিয়া ওঠিল গগন।
সুশীতল রাত্রি বহে অতি মনোহর
ধবল রজনী হৈল চন্দ্র সুন্দর।

মধুপানে রাবণ মত্ত স্ত্রী নাহি পাশে
হেনকালে রম্ভা গেল ওপর আকাশে।
রম্ভা নামেতে কন্যা পরমসুন্দরী
কপালে তিলক তার শোভে সারি২।
রূপেতে আলো করিয়া যায় যেন চন্দ্রকলা
দেখিয়া রাবণ রাজা কামে হৈল ভোলা।
রম্ভা২ বলিয়া রাবণ ধরে হাতে
কোন নাগরের তরে তুমি যাহ এত রাতে।
কোন নাগরের তরে যাহ রাতারাতি
তারে এড়িয়া মোরে ভজ লো যুবতী।
শৃঙ্গার শাস্ত্র জানি আমি অষ্টাদশ বিধান
তুমি আমি কেলি করিব দুই জন।
লাজে হেট মাতা রম্ভা যোড় করে হাত
তুমি আমার শ্বশুর রাক্ষসের নাথ।
শ্বশুর হইয়া বধূর না ধরিও হাত
কেন বা আইলাম আমি হেন চোর পথ।
রাবণ বলে তুমি মোর কোন পুত্রের স্ত্রী
কোন সম্বন্ধে তুমি আমার বধুয়ারী।

রম্ভা বলে সম্বন্ধ যদি করিলা বিচার
আমাকে ছাড়িয়া দেহ করি পরিহার।
নলকুবের নামে কুবের কুমার
সতী স্ত্রী হই আমি রমণী তাঁহার।
কুবের জ্যেষ্ঠ ভাই তোমার অধিকারী
তাঁহার পুত্রের স্ত্রী তোমার বধুয়ারী।
তপের বেলা নলকুবের হয় ব্রাহ্মণ
তোমারে জিনিতে পারে যদি করে মন।
শ্বশুর হইয়া বধুর করহ পালন
আমার অপেক্ষায় আছে কুবেরনন্দন।
ধর্ম্মে মতি দেহ বাপা ছাড়হ পরিহাস
হাত ছাড়িয়া দেহ যাই পতির পাশ।
রম্ভার কথা শুনিয়া হাসিল রাবণ
এমন সময় পাইলে ছাড়ে কোন জন।
মনেতে ভাবিয়া রম্ভা দেখহ আপনি
ইন্দ্র রাজা হরিলেক গুরুর ব্রাহ্মণী।

উত্তর না দেয় রম্ভা বুঝিয়া তার মন
বলে ধরি শৃঙ্গার করে রাজা দশানন।
হাত পা আছাড়ে রম্ভা রাবনের কোলে
মুখেতে তর্জ্জন করে ত্রাস অন্তরে।
শৃঙ্গারের ওর নাহি দুই জন প্রবীন
কামে পীড়িত হইয়া রাবন রাখে সাত দিন।
রাবনের শৃঙ্গার সহিতে নারে কোন নারী
সবেমাত্র রম্ভা সহিল আর মন্দোদরী।
রাবনের শৃঙ্গারে তার বেশ হইল চুর
নলকুবেরের পায়ে ধরি কান্দিছে প্রচুর।
নলকুবের বলে তোর বেশ কেন আন
কার ঠাই পাইলা তুমি এত অপমান।
কান্দিতে২ রম্ভা ঘনং পায়ে পড়ে
তোমার শাপে গোসাঞি সংসার পোড়ে।
তোমার তরে বেশ করিয়া আসি এক মনে
হেনকালে পথে লাগ পাইল রাবনে।
কোন ধর্ম্ম না চাহিল বলে চাপি ধরে
সাত দিন হইল তথা তবু নাহি ছাড়ে।

নলকুবের বলে তুমি যে অসতী স্ত্রী
সতী স্ত্রী হইলে তারে শাপে ভস্ম করি।
ধ্যানেতে জানিল রম্ভার নাহি দোষ
রাবনের চরিত্রেতে তার বাড়ে রোষ।
জ্বলিল নলকুবের জ্বলন্ত অগিনি
রাবনেরে শাপ দিতে হাতে নিল পানি।
আজি হইতে শাপ মোর হউক প্রচার
বলে ধরি রাবন যেন না করে শৃঙ্গার।
সেইক্ষনে মরিবেক যাবে দশ মাতা
নলকুবেরের শাপ না হয় অন্যথা।
রাবনেরে শাপ হইল হরিষ দেবগন
সীতার সতীত্ব রক্ষা পায় এইসে কারন।
নিদ্রা হইতে ওঠে রাবন শৃঙ্গার অবসাদে
নলকুবেরের শাপ শুনি বসিল বিসাদে।
শুনিয়া রাবন রাজা দুঃখ ভাবে চিত্তে
কেন আইলাম আমি হেন চোর পথে।
দারুন শাপ দিল মোরে কুবেরনন্দন
বলে ধরি শৃঙ্গার করিতে না পার এখন।

আর যদি শাপ দিত তাহা মনে সয়
দারুন শাপ দিল মোর পোড়েত হৃদয়।
এইসে রহিল মোর মনে অনুতাপ
ভাইপো হইয়া মোরে দিল দারুন শাপ।
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহ২ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ।
এথা হৈতে আর কোথা গেলত রাবন
কহ দেখি শুনি মুনি পুরান কথন।
মুনি বলেন রাবন রাজা দেশে২ চলে
রথখান ওঠে গিয়া গগনমণ্ডলে।
তিন কোটি দৈত্য তথা কাল কুলপতি
রাবনেরে বেড়ে তারা সব সেনাপতি।
তিন কোটি দৈত্য তারা যমের দোষর
রাবনেরে বিন্ধি তারা করিল জর্জ্জর।
জিনিতে না পারে দৈত্যে চিন্তিত রাবন
অগ্নিবান ধনুকেতে যুড়িল তৎক্ষন।
অগ্নিবান এড়িল রাবন অগ্নি অবতার
অগ্নিবানে দৈত্য সব করিল সংহার।

এক বানে তিন কোটি দৈত্য করিল সংহার
রাবন বলে লোটে দৈত্যের ভাণ্ডার।
রাজার আজ্ঞা পাইয়া ভাণ্ডার দাঁদুড়ি
বাছিয়া২ লোটে তারা পরমসুন্দরী।
কন্যার রূপ দেখি রাবন কামে অচেতন
শাপের ডরে শৃঙ্গার না করে রাবন।
দেশের তরে চলে রাবন মহাকুতুহলে
রথখান তিতিল কন্যার চক্ষুর জলে।
কন্যার চক্ষুর জলে রথখান তিতে
শ্রাবন মাসের ধারা যেন বহে খর স্রোতে।
কন্যারে প্রবোধে রাবন প্রবোধ না মানে
সব কন্যাগন কান্দে রাবনবিদ্যমানে।
দারুন শাপ দিল মোরে কুবেরনন্দন
বলে ধরি শৃঙ্গার করিতে না পাই এখন।
পাপিষ্ঠ স্থানে স্ত্রী জাতি সৃজিল বিধাতা
অন্তরে পুড়িয়া মরে তবু না কয় কথা।

মহোদর বলে শুন রাবন মহারাজ
রথের উপর কন্যা আছে বাসে লাজ।
প্রহস্ত যায়া রথে আছে তেঁই লজ্জা বাসে
সব কন্যা ভজিবেক তুমি গেলে দেশে।
লঙ্কায় আছে তোমার দশ সহস্র রানী
রূপে গুণে কুলে শীলে ত্রিভুবন জিনি।
এত স্ত্রী থাকিতে কেন করহ বিসাদ
তবে কেন রম্ভা হরি পাড়িলে প্রমাদ।
মহোদরের বচনে রাবন পড়ে লাজে
দেশের তরে চলিল রাবন মহারাজে।
দিগ্বিজয় করিলেক বার শত বৎসর
আপন পুরে লঙ্কার দেশে গেল লঙ্কেশ্বর।
দৈত্যের কন্যা সব পরমসুন্দরী
সেই সব কন্যা লইয়া গেল অন্তঃপুরী।
যে কন্যার রাবন পায় শঙ্কিত বানী
অন্দরে লইয়া তারে করে প্রধান রানী।
যে কন্যার রাবন না পায় অঙ্গীকার
অশোকবনে থুইয়া তারে করেত প্রহার।

রাবনের প্রতাপেতে দুর্জয় লঙ্কাপুরী
দশ হাজার স্ত্রী লৈয়া সুখে করে কেলি।
শূর্পনখা নামে ছিল রাবনের ভগিনী
রাবনের কাছে কাঁদে চক্ষে পড়ে পানি।
শূর্পনখা বলে ভাই তুমি প্রানের বৈরি
সহোদর ভাই হইয়া বহিনী করিলে রাঁড়ী।
তিন কোটি দৈত্য মারিলে কার কুলে
আমার স্বামী মারিলে তাহার মিশালে।
শাত্র মিত্র আদি করি বিভীষন ভাই
সভে মেলিয়া বিবাহ দিল দৈত্যের ঠাঁই।
যে দিন বিবাহ সেই দিনে হৈলাম রাঁড়ী
সাগরে প্রবেশ করিয়া আমি প্রান ছাড়ি।
শূর্পনখার হাতে ধরি বলে মহারাজ
না জানিয়া কর্ম্ম করিলাম কত দেহ লাজ।
দুই ভাই আছে মোর খর দূষন
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসে তোমার করিবে পালন।
রাণী হইয়া থাক তুমি স্বতন্তর
স্বতন্তরের নামে রাণী হরিষ অন্তর।

আর যত রাণ্ডী ঘরে যৌবনে বঞ্চে
কুবুদ্ধি পাইল রাবনের পলায় রাণ্ডী পাঁছে।
চলিল শূর্পনখা রাবনের আদেশে
সবংশে মরিল রাবন সেই রাণ্ডির দোষে।
সেই রাণ্ডির নাক কান কাটিল লক্ষ্মন
তাহা হইতে সবংশেতে মরিল রাবন।
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস
কহ২ বলিয়া রাম করেন প্রকাশ।
দিগ্বিজয় করিয়া রাবন আইল ঘরে
কোন সময় রাবন জিনিল পুরন্দরে।
মেঘনাদ পুত্র তার সংসারে বিদিত
কোন সময় ইন্দ্র জিনিয়া হৈল ইন্দ্রজিত।
মুনি বলে রঘুনাথ কর অবধান
ইন্দ্র রাবনে যুদ্ধ কহি তব স্থান।
লঙ্কার ভিতরে আছে রাজা দশানন
হেনকালে রাবনেরে বলে বিভীষন।
দিগ্বিজয় করিয়া আন পরের নারী
মধুদৈত্য হরিয়া নিল কুম্ভ নিশাচরী।

শুহস্ত মামার কন্যা মোর মামাত ভগ্নী
লঙ্কা হৈতে হরিয়া নিল কেহ নাহি জানি।
শুনিয়া রাবন রাজা করেত বিসাদ
কোন কার্য্যে লঙ্কার ভিতর আছে মেঘনাদ।
যেব মন্দার কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদের বানে
এতেক প্রমাদ পাড়ে তার বিদ্যমানে।
তুমি হেন ভাই আছ লঙ্কার ভিতর
এতেক প্রমাদ পড়ে তোমার গোচর।
লঙ্কার ভিতর যদি জাগে কুম্ভকর্ন
লঙ্কার ভিতর তবে আসিত কোন জন।
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন
যোড়হাত করিয়া বলে রাক্ষস বিভীষন।
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী
নজনসয়ি ব্রত করিয়া আমি ওপবাসী।
রাত্রি দিন কুম্ভকর্ন নিদ্রায় অচেতন
সন্ধান পাইয়া এথা আইলৈ দতাগন।
বার বৎসর অনাহারে যজ্ঞস্থানে থাকে
বার বৎসর সেই স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে।

পঁচানই লক্ষ করি যজ্ঞের নিয়ম
মহাপদ্ম শত কোটি যজ্ঞে করে হোম।
যজ্ঞে পূর্ণা দিবেক আজি হইয়াছে সময়
পূর্ণা দিলে ত্রিভুবন করিতে পারে জয়।
যজ্ঞের কথা শুনিয়া রাবনের চমৎকার
যজ্ঞ দেখিতে রাবন করিল আগুসার।
বিভীষনসঙ্গে তথা গেলত রাবন
অদ্ভুত দেখিল গিয়া যেঘের পত্তন।
রক্ত বস্ত্র ভারে২ রক্তচন্দন
রক্ত কুসমমালা রক্ত বসন।
শরপত্র বোঝা২ তাম্রকলস
কালা ছাগিল পালে২ আনিল রাক্ষস।
শরপত্র বিছাইয়া ছাইল মেদিনী
মন্ত্র পড়িয়া তাহে জ্বালিল অগিনি।
খরসান কাটারি দিয়া ছাগ কাটি
মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞে হুতে গুটি২।
রক্ত বসন মাল্য জ্বালাইয়া ঘৃতে
দশ হাজার ব্রাহ্মন যজ্ঞের চারিভিতে।

আতব তণ্ডুল ঘব ধান্য পৌটিং
ত্রিভুবনে নাহি এমন যজ্ঞের পরিপাটি ।
রাবন বলে রাক্ষস যজ্ঞ কর নাশ
হেন যজ্ঞ করে যে দেবতা পায় আস ।
যজ্ঞের ভাগ লইতে আসিবে দেবগন
দেবতার পূজা যজ্ঞে করে নিবারন ।
হেনকালে মেঘনাদ বাপের বিদ্যমান
মেঘনাদ বলে রাজা কর অবধান ।
অগ্নি পূজা করি আমি না পূজি অন্য জন
কোন সাহসে লঙ্কায় আসিবে দেবগন ।
অগ্নিবর পাইয়া আমি যুঝিব অন্তরীক্ষে
আমি যারে মারিব আমারে না দেখে ।
এতেক শুনিয়া রাবন হইল উল্লাস
উত্তর কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ।

দশ হাজার ব্রাহ্মন যজ্ঞের পুরোহিত
আহুতি দিয়া তারা বুলে চারিভিতে ।

হেনকালে যজ্ঞে পূর্ণা দিল মেঘনাদ
অনেক অস্ত্র অগ্নি তারে দিলেন প্রসাদ।
প্রথম অগ্নি হইতে ওঠে বন্ধন নাগপাশ
যারে অস্ত্র এড়ে তার অবশ্য বিনাশ।
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া সে যদি করে মনে
ত্রিভুবন জিনিতে পারে যদি যায় রণে।
এই বর দিয়া তারে অগ্নি গেল নিজ স্থান
মেঘনাদের ডরে বাপ করিছে বাখান।
সাক্ষাতে দেখিলাম তোমার অস্ত্রের পরিক্ষা
ত্রিভুবন আইসে যদি কার নাহি রক্ষা।
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি হইয়া একেশ্বর
তোমারে লইয়া জিনিব গিয়া ইন্দ্রের নগর।
বহিনী নিলেক বেটা করিল অপমান
আগে গিয়া মধু দৈত্যের লইব পরান।
মথুরাপুরী জিনিব গিয়া মধু দৈত্যের বাড়ী
তবে সে জিনিব গিয়া ইন্দ্রের নগরী।
বার বৎসর অনাহারে বীর ছিল যজ্ঞস্থানে
বাপের আজ্ঞা পাইয়া চলে যুঝিবার মনে।

রথখান যোগায় তার রথের সারথি
নানা রত্ন মনি মানিক নির্ম্মাইল তথি।
কনকরচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবনবেগে অষ্ঠ ঘোড়া রথের যোগান।
সোনার রথখান দশ দিগ পুকাশ
নানা অস্ত্র তোলে তাহে অনন্ত নাগপাশ।
কুম্ভকর্নের নিদ্রা ভাঙ্গিল সেই দিনে
ইন্দ্র জিনিতে যায় রাবনের মনে।।
নিদ্রা হইতে ওঠিল ছয় মাসের অন্তর
ছয় মাসের ওপবাসে হইয়াছে কাতর।
নিদ্রা হইতে ওঠিয়া বীর চক্ষে দিল পানি
স্নান করি পরে বীর ওত্তম পাটের ভুনি।
আগে মদ পিয়ে বীর সাত শত কলসি
পর্ব্বতপ্রমান খায় মাংস রাশি২।
হরিন শুকর মানুষ সাপটিয়া ধরে
শত২ নিয়া বীর একবারে গিলে।

অর্দ্ধেক লঙ্কাপুরী সে করিল ভক্ষণ
যুঝিবারে চলিল বীর যে কুম্ভকর্ণ।
তাল খাজুর জিনিয়া গায়ের লোমাবলি
কর্ণের পত্তন যেন খগালিয়া তুলি।
নাভী গভীর যেন পাটুয়া নায়ের ভরা
দুই সূর্য্য উদয় যেন দুই চক্ষুর তারা।
ভূমিকম্প হইল যেন পৃথিবী নড়ে
পৃথিবী টলমল করে দুই পায়ের ভরে।
মহোদর মহাপাশ খর দূষণ
তালজঙ্ঘ সিংহবদন ঘোর দরশন।
প্রহস্ত আকম্পন আর ধূম্রাক্ষ বিকট
শোনিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রক্ত উৎপল।
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন
রাজগৌরবে যারে বাড়ায় রাবন।
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর
তার সমান বীর নাহি সংগ্রামভিতর।
দেবান্তক নরান্তক অতিকা মহাবীর
অক্ষয় কুমার চলে দুর্জ্জয় শরীর।

রাবনের রথ এখন যোগায় সারথি
নানা রত্ন মনি-মানিক নির্ম্মাইল তথি।
ইন্দ্র জিনিতে রাবন করিল সাজনি
নিজ ঠাট রাবনের সত্তরি অক্ষোহিনী।
তিন কোটি বৃন্দ রথ রাবনের সাজনি
রাবনের বাদ্য বাজে তিন অক্ষোহিনী।
সাগর পার হইয়া কটকের হৈল ত্বরা
চক্ষুর নিমেষে গেল নগর মথুরা।
মধু দৈত্যের বাড়ী গিয়া মথুরাপুরী বেড়ে
সুখে নিদ্রা যায় তথা দৈত্য মহাবলে।
নিদ্রায় অচেতন বীর খাট্টার উপরে
লবন কোলে কুম্ভনিশী আইল বাহিরে।
বহিনী দেখিয়া রাবন বলে দৈত্য কোথা
তোমারে আনিল বেটা কাটি তার মাতা।
সেই দিন থাকিতাম যদি লঙ্কার ভিতর
এক বানে পাঠাইতাম যমঘর।
রাবনের কথা শুনিয়া কুম্ভনিশী হাসে
তোমার ডরে স্বামী মোর পলাইল ত্রাসে।

তোমার বানে দেব দানব কার নাহি রক্ষা
সহোদরা ভগ্নী রাণ্ডী করিলে শূর্পনখা।
তাহার স্বামী মারিলে হইয়া মহারাজ
মোরে রাণ্ডী করি ভাই সাধিবে কি কায।
বলে ছলে আনুক তবু আমার পতি
তার বীর্য্যে পুত্র মোর হৈয়াছে সন্ততি।
লবন নামে পুত্র মোর দেখ বিদ্যমান
কোপ ছাড় ভাই মোরে পতি দেহ দান।
রাবন বলে আমি তারে না মারিব প্রানে
ইন্দ্র জিনিতে যাই আনুক মোর মনে।
এত যদি কুম্ভনিশী ভাইয়ের আজ্ঞা পাইয়া
শুইয়াছিল দৈত্যরাজ তথা গেল ধাইয়া।
কুম্ভনিশী ধাইয়া যায় আওদড় চুলী
নিদ্রা হৈতে উঠে তখন দৈত্য মহাবলি।
আচম্বিতে মথুরায় কিসের গণ্ডগোল
গড়ের বাহিরে শুনি কটকের রোল।
কুম্ভনিশী বলে দৈত্য না জান কারন
তোমারে সাজিয়া আইল ভাই দশানন।

লঙ্কা থাকিয়া তুমি আমা আনিলে বলে
সেই কোপে আইল তোমা কাটিবারে ৷
দৈত্য বলে ঝাট আন মহাদেবের শূল
সবংশে রাবনে আজি করিব নির্ম্মুল ৷
দৈত্যকথা শুনিয়া কুম্ভনিশী বলে
রাবনের সনে বাদ মরিবার তরে ৷
তোমার কার্য্য থাকুক যারে না পারে বিধাতা
বিধাতা যারে নারে অন্যের কি কথা ৷
তোমার লাগি ভাইয়ের ঠাঁই পাইয়াছি আশ্বাস
যুঝিবার কার্য্য থাকুক করহ সম্ভাষ ৷
কুম্ভনিশির বার্ত্তা শুনিয়া মধু দৈত্যে
গলায় কাটারি বান্ধি গেল রাবন অগ্রেতে ৷
রাবন বলে দৈত্য বেটা পাড়িলি প্রমাদ
আমার বহিনী আন এত মনে সাধ ৷
পায়ে ধরি বহিনী মোর করিল ক্রন্দন
বহিনির ক্রন্দনে তোর রাখিলাম জীবন ৷

কত অস্ত্র আছে তোর হাতী আর ঘোড়া
কত অস্ত্র আছে তোর আঠি ঝকড়া।
কটক লইয়া মোর সনে চলহ দোষির
অমরাবতী জিনিয়া মারিব পুরন্দর।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষমহ আমারে
এক রাত্রি রক্ষ হেথা পীতের তরে।
রাবন বলে কালি নিদ্রা যাবে কুম্ভকর্ণ
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন জন।
আজিকার রাত্রি গিয়া অমরাবতী লুটি
আসিবার বেলা বন্ধিব তোমার বাটী।
আকাশেতে বেলা যখন দ্বিতীয় পুহর
হেনকালে অমরাবতী বেড়িল লঙ্কেশ্বর।
বিসম অমরাবতী না পারে লঙ্ঘিতে
অমরাবতী বেড়িয়া রহিল চারিভিতে।
দশ যোজন অমরাবতী আড়ে পরিসর
দীর্ঘে অমরাবতী ওপরে নাহি ওর।
চারি দ্বার গড়ের চারি যোজন
সত্তরি অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের ভিতর।

ঐরাবত ওষ্টঃ২শুবা দ্বারি চারি দ্বারে
ত্রিভুবনের শক্তি নাহি গড় লঙ্ঘিবারে।
দ্বারে সোনার কপাট পর্ব্বতের গোড়া
সুন্দর খড়কা নড়ি পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তুরি বিহঙ্গের পর আছে অন্তপুরী
শচী আদি করিয়া আছে স্বর্গবিদ্যাধরী।
ঠাঁই২ আছে তাহে সোনার নাটশালা
দেবকন্যা লইয়া ইন্দ্র তথা করে খেলা।
রোগ শোক নাহি তথা অকাল মরন
অমরাবতী স্বর্গের নাম এইসে কারন।
ওপমা দিতে নাহি পুরির কারন
ত্রিভুবন জিনিয়া অমরাবতির নাম।
তাহাতে প্রমাদ পাড়ে ইন্দ্র নাহি ঘরে
অমরাবতী স্বর্গ বেড়িয়া রহিল দুয়ারে।
রাবন স্বর্গ বেড়িল ত্রাস পুরন্দর
দেবগন লইয়া গেল বিষ্ণুর গোচর।
আচম্বিতে রাবন কাটে স্বর্গপুরী
রাবন মারিয়া রক্ষা কর দেবেরে শ্রীহরি।

তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আর
রাবণ মারিয়া দেবের করহ নিস্তার।
ইন্দ্রের কথা শুনিয়া বিষ্ণুর হইল হাস
সকল দেবেরে বিষ্ণু করেন আশ্বাস।
আমার অন্যের ঠাঁই না মরে রাবণ
রাবনের মরনের কথা শুন দেবগন।
ব্রহ্মা বর দিয়াছেন রাবনের তরে
নর বানরে সবংশে মারিবে রাবনেরে।
পৃথিবীতে জন্মিব আমি রাম অবতার
মনুষ্য হইয়া আমি তারে করিব সংহার।
দেবতার ঠাঁই তার নাহিক মরন
যুদ্ধ করিয়া এখন খেদাড় রাবণ।
বিষ্ণুর আজ্ঞা পাইয়া ইন্দ্র সুরপতি
যুঝিবারে ইন্দ্র রাজা চলে শীঘ্রগতি।
ত্রিভুবনের মধ্যেতে ইন্দ্রের অধিকার
লোকপাল লৈয়া ইন্দ্র করে আগুসার।
সুমেরু পর্ব্বতে ছিল পবনের স্থান
ঊনপঞ্চাশ বায়ু লৈয়া আইল আগুয়ান।

কৈলাশ থাকিয়া কুবের আইল সত্বর
যক্ষগণ লৈয়া আইল ইন্দ্রের গোচর।
পাতালের বাসুকি জিনিয়াছে রাবন
সেই কোপে বাসুকি আইল করিবারে রন।
তিন কোটি সংগে আইল সাপ সাপিনী
যাহার বিষের জ্বালায় পোড়েত মেদিনী।
বরুনের পুরী গিয়া জিনিয়াছে রাবন
সেই কোপে বরুন আইল করিবারে রন।
দক্ষিন হৈতে যুঝিবারে আইলেন যম
কাল দণ্ড মৃত্যু আর সংগে তিন জন।
শনি আদি করিয়া যে যোগি করন
ষড় ঋতু যুঝিবারে আইল তৎক্ষন।
যুদ্ধ দেখিতে চণ্ডী আইল আপনি
সংগে আইল দেবির চৌষট্টি যোগিনী।
চণ্ডির অশেষ মায়া কে বুঝিতে পারি
ইন্দ্রানী রুদ্রানী দেবী আইল মহেশ্বরী।
বারাহী নাশি সিংহে চড়ে নানা কলা
কাত্যায়নী চামুণ্ডা দেবী গলে মুণ্ডমালা।

রনেতে আইল দেবী দেখিতে ভয়ঙ্কর
আছুক অন্যের কায দেবের লাগে ডর।
রক্তবীজ মহিষাসুর মারিল কটাক্ষে
রাবনের ডরে দেবী রহিল অন্তরীক্ষে।
স্বর্গলোক মর্ত্তালোক আইল পাতাল
অমরাবতীতে ত্রিভুবন হইল মিশাল।
দেব রাক্ষসে যুদ্ধ বাড়িল বিস্তর
অমরাবতী বান বৃষ্টি হইল সকল।
মুদ্গর মুষল টাঙ্গি আঠি ঝকড়া
চারি দিগে মশে বান আকাশের তারা।
দেব অস্ত্র গন্ধর্ব্ব অস্ত্র করে অবতার
সকল অমরাবতী বানে অন্ধকার।
দুই কটক যুদ্ধে পড়ে রক্তে হৈয়া রাঙ্গা
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রু মাসের গঙ্গা।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক রক্তের ওপর ভাসে
হরিষে পিশাচগুলা মনেমনে হাসে।
বিম্বুকে২ রক্তের বাহ্বিয়া ওঠে ফেনা
শুক্কিনী গৃধিনী তাহে করিচে পারনা।

ইন্দ্র বলে রাবন যুদ্ধ করিস চল
জনেং যুঝ দেখি কার কেমন বল।
ইন্দ্রের কথা শুনিয়া হাসিল রাবন
সকল দেবতা তোর যুঝিয়াছে জনেজন।
যম বরুন চন্দ্র জিনিনু মান্ধাতা
আমার সম্মুখে হইয়া যুঝিবে কোন দেবতা।
হেনকালে শনি গেল রাবনসম্মুখ
শনিদরশনে তার খশে দশ মুখ।
দশ মাতা খশিয়া পড়ে দেবগনের হাস
বিকৃতি আকার যেন মাঁড়া তালগাছ।
দশ মাতা খশিয়া পড়ে তবু রন নাহি টুটে
বৃহ্মার বরে দশ মাতা এক চাপে ওঠে।
একবার বৈ শনির নাহি রন
শনির প্রান ওড়িল দেখিয়া রাবন।
মাতা কাটিলে না মরে বৃহ্মার আছে বর
ওঠিয়া রড় দিল শনি সভার ভিতর।
শনি পলাইল রাবন রাজা হাসে
হেনকালে যম গেল রাবনের পাশে।

যমরাজ দেখিয়া রাবন রাজা হাসে
আমার ঠাঁই যম তুমি মায়া পাত কিসে।
যম বলে রাবন না কর অহঙ্কার
আমার ঠাঁই এড়ান নাহি অবশ্য সং-হার।
সেই দিনে এড়াইলে বুহ্মার কারন
এথা বুহ্মা না রাখিবেক কোন জন।
চৌষট্টি রোগ পীড়া আমার সং-হতি
রাবনের শরীরে পুবেশ করে শীঘ্রগতি।
আগে গেল মন্দ অগ্নি শরীর ভিতর
তার পাছে রাবনের গায় আইল জ্বর।
চৌষট্টি রোগে রাবন হইল অচেতন
দেখিয়া চিন্তিত হইল যত রাক্ষসগন।
বুহ্মার বর আছে রাবনের তরে
রোগ পীড়া রাবনেরে কিছু করিতে নারে।
সং-সারের যত মায়া জানেত রাবন
বুহ্ম অগ্নি শরীরে জ্বালিল তৎক্ষন।
পুড়িয়া মরে রোগ পীড়া ডাকে পরিত্রাহি
রহিতে নারে রোগ গেল যমের ঠাঁই।

রোগ পীড়া পলাইল রাবন রাজা হাসে
আমার ঠাঁই যম তুমি মায়া পাত কিসে।
যম বলে অহঙ্কার না কর রাবন
যমের ঠাঁই এড়ান নাহি অবশ্য মরন।
যম রাবন দুই জনে হইল গালাগালি
দূরে হইতে দেখে তারে কুম্ভকর্ণ মহাবলী।
ধাইয়া কুম্ভকর্ণ গেল যম গিলিবারে
উঠিয়া রড় দিল যম কুম্ভকর্ণের ডরে।
ত্রাস পাইয়া যম গেল ইন্দ্রের গোচর
যমের ভঙ্গী দেখিয়া হাসে পুরন্দর।
সব নষ্ট হয় যম তোমার দরশনে
যম হইয়া হারিলে জিনিবে কোন জনে।
তোমার ভঙ্গী দেখিয়া হাসেত দেবতা
যম হইয়া পলাইলা অন্যের কিবা কথা।
হেনকালে পবন গিয়া করে দারুন ঝড়
ঝড়ে যত রাক্ষস করে বড়ফড়।

রাবনের যত ঠাট উড়াইল ঝড়ে
পর্ব্বতের পক্ষী যেন ঝাকেঝাকে পড়ে।
কোন রাক্ষস সহিতে নারে পবনের রন
রাক্ষসকটক ভঙ্গ দিল হাসে দেবগন।
হেনকালে বরুন গিয়া করে জলময়
প্রলয় জল দেখিয়া রাবনের লাগে ভয়।
যথা যায় রাবন রাজা তথা দেখে জল
সং-সারে রাবন রাজা নাহি পায় স্থল।
কুম্ভকর্ণে ডুবাইতে নারে দুর্জ্জয় শরীর
আর যত রাক্ষস হইল অস্থির।
বরুনের মায়া তবে বুঝিল রাবন
বুক্ষে অগ্নিবান ধনুকে যুড়িল তৎক্ষন।
অগ্নিবান এড়ে রাবন অগ্নি অবতার
সকল জল শুখাইয়া করিল সংহার।
বরুনের মায়া চুর করিল রাবন
মরুতগন যুঝিবারে আইল তৎক্ষন।
একাদশ রুদ্র আইল দ্বাদশ রবি
জলাশয় আইল যতেক পৃথিবী।

বার সূর্য্য হেনকালে করিল ওদয়
দেখিয়াত রাবনের লাগিল সংশয়।
রাবনের পুতাপে ত্রিভুবন কাপে
বার সূর্য্য বারন হৈল রাবনের পুতাপে।
একে২ সব দেবে জিনিলেক রাবন
জয়ন্তে মেঘনাদে দুই জনে বাজে রন।
দোঁহে রাজার বেটা করে বান বরিষন
লক্ষ২ বানে এখন ছাইল গগন।
বান অবতার করিয়া দুই বীর যুঝে
লক্ষ২ বান মারে সংগ্রামের মাঝে।
দুই জনে বান বরিষে দোঁহে ধনুর্দ্ধর
দোঁহে দোঁহা বিন্ধিয়া দোঁহে হইল জর্জ্জর।
অগ্নিবান মেঘনাদ পুরিল সন্ধান
বরুন বানে জয়ন্ত করিল নির্ব্বান।
ধূম্র বান মেঘনাদ যুড়িল ধনুকে
সিংহগর্জ্জনে বান ওঠিল অন্তরীক্ষে।
শত্রুজয় বান জয়ন্ত পুরিল সন্ধান
মেঘনাদের বান কাটি করে খান২।

সকল বান ব্যর্থ যায় মেঘনাদ চিন্তে
অগ্নিবান ধনুকে যুড়িল আচম্বিতে।
এড়িলেক বানগোটা অগ্নিহেন জ্বলে
মহাবেগে উঠিল বান গগনমণ্ডলে।
বান দেখিয়া জয়ন্ত হইল ফাঁফরে
পৌলব দানব আছে পাতালপুরে।
পলাইয়া গেল জয়ন্ত পাতালভিতর
লুকাইয়া রহিল গিয়া মাতামহের ঘর।
ইন্দ্রের ঠাঁই কহে সকল দেবগান
আচম্বিতে জয়ন্ত না দেখি কিকারন।
শুনিয়াত ইন্দ্র রাজা করেন ক্রন্দন
পুত্র বলিয়া জয়ন্তের করেন অন্যাসন।
কাতর হইয়া রাজা করেন ক্রন্দন
হেনকালে যম দেন পুবোধি বচন।
পরলোকে যে জন যায় আমার সনে দেখা
জয়ন্ত নাহিক মরে পাইয়াছে রক্ষা।
পৌলব দানব আছে পাতালপুরে
লুকাইয়া রক্ষা পাইল মাতামহের ঘরে।

যমের পুর্বোর্ব্বি শুনি রাজা ক্রন্দন সঙ্কিলে
দেবগন লইয়া গেল চণ্ডির গোচরে।
তুমি বিদ্যমানে দেবতা হয়েত সংহার
আপনি যুজ্ঝিয়া দেবের করহ নিস্তার।
তোমার সৃজন সৃষ্টি যত দেবগন
আপনি যুজ্ঝিয়া দেবী রাখহ পরান।
এতেক শুনিয়া দেবী করিল আগুসার
কোটি২ রাক্ষস দেবী করেন সংহার।
দেবী বলেন রাবন কত সহিব অপরাধি
তোর মোর তরে আজি হৈল বিসম্বাদ।
এতেক বলিয়া দেবী যুজ্ঝেন ঘরবারে
আপনি যুঝেন দেবী চৌষট্টি অক্ষরে।
চৌষট্টির যুদ্ধ দেখিয়া রাবন চমৎকির
যোড়হাতে স্তুতি করেন দেবির গোচর।
আমার সনে মাতা তোমার কিসের বিসম্বাদ
তোমার সনে মোর কিছু নাহি অপরাধি।

মহাদেবের সেবক আমি তুমিত ঈশ্বরী
তেকারনে তোমার সনে যুদ্ধ নাই করি।
আমারে জিনিলে মাতা কিছু নাহি কাষ
আমি মরিলে পরে শিবের হবে লাজ।
রাবনের স্তুতি শুনি দেবির হইল হাস
চৌষট্টি যোগিনী লইয়া গেলেন কৈলাশ।
একে২ সকল দেবে জিনিল রাবন
ইন্দ্র রাবনে এখন দন্ড বাজে রন।
ঐরাবত চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র নিল হাতে
রন জিনিতে আইল চড়ি দিব্য রথে।
ইন্দ্রের বজ্র অস্ত্র করে তোলপাড়
বজ্র দেখি রাবনের লাগে চমৎকার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপে ত্রিভুবন
বজ্রের গর্জ্জন শুনিয়া ত্রাস রাবন।
রাবনের ত্রাস দেখি কহিল কুম্ভকর্ন
কুম্ভকর্ন দেখিয়া পলায় দেবগন।
কুম্ভকর্ন বলে ইন্দ্র আজি যাবে কোথা
অমরাবতী জিনিব তোর সকল দেবতা।

বজ্র অস্ত্র বিনা তোর আর নাহি ভাঁড়া
তোর বজ্র অস্ত্র আজি চিবাইয়া করিব গুঁড়া।
ইন্দ্র বলেন বেটা না কর অহঙ্কার
বজ্র অস্ত্রে আজি তোরে করিব সংহার।
মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র বজ্র অস্ত্র এড়ে
দুই হাতে কুম্ভকর্ন চরিল ওদরে।
দেখিয়াত দেবগান করেন বিসাদ
বজ্র গিলিয়া বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
অগ্নিময় অস্ত্র সেই পেটের ভিতর জ্বলে
জীর্ন করিতে নাহি পারে উগারিয়া ফেলে।
দেখিয়াত দেবগান দিল ছিটকারি
দেবতা গিলিতে বীর যায় রড়ারড়ি।
সৃষ্টি নাশ করিতে তারে সৃজিল বিধাতা
কুম্ভকর্ন গিলিয়া বেড়ায় বড় দেবতা।
অমর দেবতা সব নাহিক মরন
নাক কানের দ্বার দিয়া পলায় তৎক্ষন।
এক রাত্রিমাত্র জাগে বীর কুম্ভকর্ন
রাত্রি প্রভাত হৈলে এড়ান দেবগন।

কুম্ভকর্ণের ঠাঁই কার নাহি অব্যাহতি
অমরাবতী স্বর্গে যুদ্ধ চারি প্রহর রাতি।
যুঝিতে২ রাত্রি হইল অবসান
রাত্রি প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বেহান।
ছয় মাস নিদ্রা যায় এক দিন জাগরণ
প্রভাত কালে নিদ্রা হৈল নিদ্রায় অচেতন।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় রাবন রাজা চিন্তে
লঙ্কায় পাঠাইল তাহে তোলাইয়া রথে।
ইন্দ্র রাবনে এখন দড় বাজে রন
নানা অস্ত্র দুই রাজা করে বরিষন।
ব্রহ্মজাল বানে ইন্দ্র বান্ধিল রাবনে
তাহা দেখি মেঘনাদ হৈল আগুয়ানে।
মোর বাপ বন্ধি করিলে মোর বিদ্যমানে
অমরাবতী খান২ করিব এখনে।
রাবনের পুত্র আমি নাম মেঘনাদ
আজিকার রনে তোরে পড়িল প্রমাদ।
মেঘনাদের কথা শুনি পুরন্দর হাসে
মরিবারে কেন বেটা আইলি মোর পাশে।

তোর ঠাঁই শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনী
বাপ হৈতে পুত্র জিনিবে কোথাও না শুনি।
আমার বানে মেঘনাদ নাহি অব্যাহতি
মরিবারে কেন আইলে বাপের সং-হতি।
এত যদি দুই জনে হৈল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলী।
মেঘনাদ করে এখন বান বরিষন
ইন্দ্র এড়িয়া তখন পলায় দেবগন।
সন্ধান পুরিয়া ইন্দ্র আকাশপানে চাই
কোথা হৈতে আইসে বান দেখিতে না পাই।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র পলাইল তরাসে
হেনকালে মেঘনাদ এড়ে নাগপাশে।
নাগপাশ মহা অস্ত্র বড় জানে শিক্ষা
প্রথম যজ্ঞে পাইল অস্ত্র কার নাই রক্ষা।
এক বানে জন্মিল তিন কোটি অজাগর
হাতে গলায় বান্ধিয়া আনে পুরন্দর।
সাপের বিষের জ্বালায় হইল মূর্চ্ছিত
ইন্দ্র এড়ি দেবগন পলায় চারিভিত।

নাগপাশ বানে ইন্দ্র হইল অচেতন
সকল রাক্ষস হেথা জোড়ায় রাবন।
হেনকালে মেঘনাদ বাপের বিদ্যমান
মেঘনাদের তরে রাবন করিছে বাখান।
আমারে বান্ধিয়াছিল ইন্দ্র দেবরাজ
হেন ইন্দ্র বান্ধিয়া তুমি করিলা পুত্রকায।
ইন্দ্র বান্ধিয়া লহ লঙ্কার ভিতর
পশ্চাৎ যাইব আমি লুটিয়া ভাণ্ডার।
মেঘনাদ বলে বাপা আজ্ঞা করিলে তুমি
ইন্দ্র বান্ধিয়া আগে লইয়ে যাই আমি।
মেঘনাদের বচনে যত রাক্ষসগন
রথের উপর ইন্দ্র লৈয়া করিল গমন।
মোর বাপে বান্ধিয়াছিলে ঐরাবতের পায়
বান্ধিলেক দেবরাজ রথের চাকায়।
ইন্দ্র বন্দি করিয়া নিল লঙ্কার ভিতর
অমরাবতী স্বর্গ লোটে লঙ্কেশ্বর।
পারিজাত পুষ্প উপাড়ে ডালে মূলে
স্ত্রীগন লুটিতে যায় ভিতর মহলে।

শচী লৈয়া অন্তরীক্ষে গেল দেবগন
শচীরে চাহিয়া বুলে রাজা দশানন।
শচী না পাইয়া রাবন দুঃখ ভাবে মনে
দুই লক্ষ দেবকন্যা লইল রাবনে।
নানা রত্ন মনি মানিক ভাণ্ডার দাঁদুড়ি
বান্ধিয়া২ লইল বড়২ সুন্দরী।
মত বীন পায় রাবন তাহে নাই মন
কন্যা সব পাইয়া রাবন হরিষ বদন।
লুটিয়া পোড়ায় পুরী করে ছারখার
অমরাবতী লুটিয়া করে আগুসার।
লঙ্কায় আসিয়া রাবন করেন দেয়ান
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি আইল বিদ্যমান।
মেঘনাদের তরে রাজা করিছে বাখান
ধিন্য২ পুত্র মোর বীরের প্রধান।
নানা অলঙ্কার দিল মাতায় দিল মনি
বিদ্যাধরীগন দিল দশ হাজার নাচনী।
বাপের প্রসাদ পাইয়া হরিষ অন্তরে
দেবকন্যা লইয়ে বীর রহে কুতুহলে।

এইমত লঙ্কায় আছে লঙ্কেশ্বর
এথা দেবগন গেল বৃহ্মার গোচর।
আচম্বিতে রাবন তোমার সৃষ্টি করে নাশ
রাত্রি দিবা ঘুচিল সূর্য্যের পৃকাশ।
আচম্বিতে স্বর্গ আসি বেড়ি লঙ্কেশ্বর
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙ্কার ভিতর।
দেবগন ছাড়িলাম স্বর্গের বসতি
কেমনেতে ইন্দ্র তবে পাবে অব্যাহতি।
এতেক শুনিয়া বৃহ্মা করেন বিসাদ
রাবনেরে বর দিয়া পাড়িনু পৃমাদ।
দেবগনসঙ্গে বৃহ্মা চলিল সত্বর
আপনি আইল বৃহ্মা লঙ্কার ভিতর।
পাদ্য অর্দ্ঘ্য দিয়া পূজা করিল লঙ্কেশ্বর
বৃহ্মা বলেন শুন রাবন আমার উত্তর।
বৃহ্মা বলে সৃষ্টি তুই করিলি নাশ
রাত্রি দিবা ঘুচিল সূর্য্যের পৃকাশ।
আচম্বিতে ইন্দ্র বান্ধি আনিলি কিকারন
অমরাবতী স্বর্গ ছাড়িল দেবগন।

মরিবার পথ করিলি আপনার কায
সৃষ্টি রক্ষা পাওক ছাড় দেবরাজ।
এতেক শুনিয়া রাবনের জুড়িল পরান
হেনকালে মেঘনাদ ব্রহ্মার বিদ্যমান।
মেঘনাদ বলে ব্রহ্মা আগে দেহ বর
আগে বর দেহ তবে এড়িব পুরন্দর।
অমর বর দিতে মোরে কর অঙ্গিকার
অমর বর বিনে আমি না চাই অন্যদান।
মেঘনাদের কথা শুনি ব্রহ্মার হৈল হাস
তুমি অমর হৈলে আমার সৃষ্টি হবে নাশ।
ব্রহ্মা বলেন মেঘনাদ বর দিলাম তোরে
ত্রিভুবন জিনিবে তুমি এই যজ্ঞ করে।
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যেই জন
নিশ্চয় জানিহ তোমার সেই দিন মরন।
ব্রহ্মা বলেন মেঘনাদ শুন আমার হিত
ইন্দ্র জিনিয়া তোমার নাম ইন্দ্রজিত।

এতেক শুনিয়া বীরের হরিষ অন্তর
বন্ধন মুক্ত করিয়া আনিল পুরন্দর।
ইন্দ্র আনিয়া দিল ব্রহ্মার বিদ্যমান
হেট মাতায় রহিল ইন্দ্র পাইয়া অপমান।
ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্র কি ভাব মনেমন
এমত দুঃখ পাইলা ব্রহ্মশাপের কারন।
ব্রহ্মশাপের কথা মনে আছে এখন
সেই কথা কহি শুন হইয়া সাবধান।
কৌতুকেতে এক কন্যা সৃজিলাম আপনি
সে কন্যার রূপ যেন জগত মোহিনী।
অহল্যা কন্যার নাম থুইনু তৎক্ষনে
হেনকালে গৌতম আইল আমার সম্ভাষনে।
অহল্যার রূপ দেখি মুনি হইল আকুল
লাজে কিছু নাহি বলে কামেতে ব্যাকুল।
মুনির মন বুঝিয়া আমি কন্যা দিলাম দান
অহল্যা লইয়া মুনি গেল নিজ স্থান।
তপ করিতে গেল মুনি তমসার কূলে
হেনকালে গেলে তুমি পড়িবার ছলে।

গৌতমের বেশ ধরিয়া গেলা তার বাড়ী
অহল্যা গৌতমের স্ত্রী পরমসুন্দরী।
পতিব্রতা অহল্যা সর্ব্ব লোকে জানি
স্বামীজ্ঞানে তোমারে দিল আসন পানি।
স্ত্রী জাতি নাহি জানে কপট ব্যবহার
বলে ধরিয়া তুমি তারে করিলা শৃঙ্গার।
হেনকালে তপ করি মুনি আইল ঘরে
মুনির ঠাঁই এড়ান নাই চিনিল তোমারে।
অহল্যারে শাপ আগে দিল মুনিবর
পাষাণ হইয়া থাক তিন শত বৎসর।
আপনি জন্মিবেন প্রভু রাম অবতার
তিনি পদধূলি দিলে তোমার প্রতিকার।
অহল্যা পাষাণ হইল মুনির শাপে
তবে তোমারে শাপ দিল মুনি কোপে।
তোর অনাচার ইন্দ্র রহিল ঘোষণা
যত তোরে পড়াইলাম দিলি তার দক্ষিণা।
ভগে অভিলাষ তোমার নষ্ট করিলি স্বর্গ
ভগে অভিলাষ তোর গায়ে হউক ভগ।

শাপ দিল মহামুনি না যায় খণ্ডন
সহস্র ভগ গায়ে তোমার হইল উৎক্ষণ।
মুনির পায়ে ধরিয়া তুমি করিলে ক্রন্দনে
পরদারপাপ মোর খণ্ডিবে কেমনে।
মুনি বলে খণ্ডন না যায় পরদারপাপ
পরদারপাপে তুমি পাবে বড় তাপ।
মুনির বচন রাজা না যায় খণ্ডন
এত দুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারন।
ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্র তোমার কহি কানে
রামনাম দুই অক্ষর জপহ রাত্রি দিনে।
ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার
রামনাম শ্রবনে পাপের নাহি অধিকার।
ব্রহ্মার প্রসাদে ইন্দ্র পাইল অব্যাহতি
অমরাবতী স্বর্গে গিয়া করেন বসতি।
রামনাম দুই অক্ষর রাত্রি দিন জপে
ইন্দ্র অব্যাহতি পাইল পরদারপাপে।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রামের হৈল হাস
কহ২ বলিয়া রাম করেন প্রকাশ।

দিগ্বিজয়কথা সকল কহিল মুনি
রাবন কুম্ভকর্ন হইতে হনুমান বাখানি।
অনেক ঠাঁই শুনিলাম রাবনের পরাজয়
হনুমানের পরাজয় কোথাও না হয়।
জম্বুদ্বীপের পার পর্ব্বত রাত্রিভিতর আনে
হনুমানের সম বীর নাহি ত্রিভুবনে।
অগস্ত্য বলেন কি কহিব হনুমানের কথা
হনুমানের গুন কহিতে না পারেন বিধাতা।
বিধাতা যাহার গুন না কহিতে পারে
হনুমানের গুন কহিতে কোন জন পারে।
যত গুন ধরে বীর কি কহিতে পারি
জিজ্ঞাসিলে রঘুনাথ কিছু কহিতে পারি।
অঞ্জনা উহার মাতা জন্ম দিল পবন
হনুমানের জন্মকথা কহিব এখন।
পঞ্চক্রোঞ্চ নামে ছিল স্বর্গবিদ্যাধরী
তাহার কন্যা জন্মিল অঞ্জনা বানরী।

বিদ্যাধরির কন্যা সেই পরমসুন্দরী
ধর্ম্মবিবাহ করিল তারে বানর কেশরী।
মলয় পর্ব্বতের ওপর কেশরির ঘর
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর।
চৈত্র মাসে প্রবেশেত বসন্ত মলয়
হেনকালে পবন গেল পর্ব্বত মলয়।
মলয় বসন্তের বায়ু বহিছে পবন
কামে হইল পবন দুর্জ্জয় এখন।
মলয় বসন্তের বায় অঞ্জনা ব্যাকুল
ঋতুস্নান করিতে যায় নর্ম্মদার কূল।
সন্ধান পাইয়া তথা গেলেন পবন
অঞ্জনা দেখিতে তার হরষিত মন।
ঝড়ে বস্ত্র ওড়াইয়া দিল আলিঙ্গন
অঞ্জনা ভৎসি তারে বলিছে বচন।
অঞ্জনা বলে পবন করিলি জাতি নাশ
দেবতা হইয়া তোর বানরী অভিলাষ।
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা
স্ত্রীর রূপ দেখিলে পুরুষ পাসরে আপনা।

দৈব মহাপাপ হয় পরস্ত্রীগামনে
জাতি কুল বিচার করে কোন জনে।
সকল সম্বরিয়া তুমি যাহ নিজ ঘরে
মহাবল পুত্র হবে তোমার উদরে।
এতেক বলিয়া পবন গেল নিজ স্থান
আঠার মাসেতে প্রসবিল হনুমান।
অমাবস্যার দিনে হৈল হনুমানের জন্ম
জন্মিয়া সেই দিনের শুনহ বিক্রম।
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তন পান
রাঙ্গা বর্ণে সূর্য্য উঠে প্রত্যুষ বেহান।
ফলজ্ঞানে ধরিতে চাহিল কৌতুকে
মায়ের কোলে থাকিয়া লাফ দিল অন্তরীক্ষে।
ভূমে হৈতে সূর্য্য উঠে লক্ষ যোজন
লক্ষ যোজন এক লাফে উঠিল গগন।
লক্ষ যোজনের পথ উঠিল আকাশে
সূর্য্য ধরিতে যায় বুকের ভরসে।
অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহন হইল সেই দিন
রাহু ধাইয়া আইসে গিলিবার মনে।

হনুমানে দেখিয়া রাহুর লাগে ডর
পলাইয়া গেল রাহু ইন্দ্রের গোচর।
এত দিনে ইন্দ্র মোর ঘুচাইল বিষয়
সূর্য্য গিলিতে মোর আইল দুর্জ্জয়।
রাহুর কথা শুনিয়া দেবের তরাস
সূর্য্য গিলিবে এমন করিয়াছে আশ।
ঐরাবত চড়িয়া ইন্দ্র গেলেন কৌতুকে
সূর্য্যের কাছেতে গিয়া হনুমান দেখে।
সিন্দূরে শোভা করে ঐরাবতের মুখ
রাঙ্গা বর্ণ দেখিয়া হনুমানের কৌতুক।
সূর্য্য এড়িয়া যায় ঐরাবত ধরিতে
কুপিল ইন্দ্র রাজা বজ্র নিল হাতে।
ক্রোধ হইলে পুরুষ আপনা পাসরে
বিনি দোষে বজ্র মারে হনুমানের শিরে।
অচেতন হৈল বীর সেই বজ্রাঘাতে
অচেতন হৈয়া পড়ে মলয় পর্ব্বতে।
দেখিয়াত অঞ্জনার উড়িল পরাণ
ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে হনুমান।

পুত্র২ বলিয়া অঞ্জনা করেন ক্রন্দন
হেনকালে আইল তথা দেবতা পবন।
অঞ্জনা বলে পবন তোমার অপকর্ম্মে
পাপেতে জন্মিল পুত্র মরিল অধর্ম্মে।
অঞ্জনার বচনে পবন পড়ে লাজে
জগতের প্রাণ আমি রহি কোন কাযে।
ত্রিভুবনের হই আমি প্রাণকর্ত্তা
আমার পুত্র মরে কৌতুক দেখেন দেবতা।
বিধাতা সৃজিল সৃষ্টি বড় করিয়া আশ
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আজি করিব বিনাশ।
শ্বাসপবন বহে লোকের জীবন
পবন ছাড়িল অচেতন হৈল ত্রিভুবন।
স্থাবর জঙ্গম আদি মরে যত জীবী
মুনি সব অচেতন সকল পৃথিবী।
ইন্দ্র আদি অচেতন সকল দেবতা
সৃষ্টিনাশ হয় এখন চিন্তিত বিধাতা।
মলয় পর্ব্বতে ব্রহ্মা আইল সত্বর
ব্রহ্মা বলেন পবন শুন আমার উত্তর।

সৃষ্টি সৃজিলাম আমি অনেক কর্কশে
হেন সৃষ্টিনাশ করিতে যুক্তি নাহি আইসে।
পবন সৃজিলাম আমি লোকের জীবন
শ্বাসেতে পবন বহে এইসে কারন।
হেন পবন বন্দি করিলে মরিবা আপনি
আপনি মরিবে পবন তাহা কর কেনি।
আপনা রাখ সৃষ্টি রাখ শুনহ উত্তর
চারি যুগে তোমার পুত্র হইবে অমর।
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া পবনের হাস
বন্দি করিয়া ছিল পবন করিল খালাস।
আপনা প্রকাশ যদি করিল পবন
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ওঠিল ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা বলেন দেবতা শুন আমার বচন
হনুমানে আশীর্ব্বাদ করহ এখন।
সভার আগে যম বলে আমি দিলাম বর
আমা হৈতে নাহি তোর মরনের ডর।
তবে বর দিলেন দেবতা বরুন
আমার জলে তোমার না হবে মরন।

অগ্নি বলে হনুমান আমি দিলাম বর
আমার অগ্নিতে তোর না পোড়ে কলেবর।
যত২ দেবতা যত শক্তি ধরে
আপনার বল দিল হনুমানের তরে।
ইন্দ্র বলে হনুমান পবননন্দন
বড় লজ্জা পাইলাম আমি তোমার কারন।
যে বজ্রাঘাতে তুমি হইলা অস্থির
সেই বজ্রসমান হওক তোমার শরীর।
ব্রহ্মা বলেন হনুমান আমি দিলাম বর
আমার বরে হও তুমি অজয় অমর।
আপনি বর দিয়া ব্রহ্মা আপনি বিমর্ষে
ধ্যানে জানিল ব্রহ্মা শাপ হবে শেষে।
বর দিয়া দেবগন গেল নিজ স্থান
মলয় পর্ব্বতে রহিল বীর হনুমান।
বাপের ঘরে আছে বীর পর্ব্বত শেখর
নানা বাদ্য মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর।
পড়িবারে গেল বীর ভার্গব মুনির স্থানে
চারি বেদ মল্লযুদ্ধ শিক্ষে চারি দিনে।

গুরু পড়াইতে নারে গুরুরে টোল করে
কুপিল ভার্গব মুনি শাপ দিল তারে।
বানর হইয়া বেটা গুরুরে কর ঘৃণা
বল বুদ্ধি বিক্রম যে পাসর আপনা।
মুনির শাপে হনুমান আপনা পাসরে
তেঁই পলাইয়া ছিল বালি রাজার ডরে।
হনুমান বীর যদি আপনারে জানে
ত্রিভুবন জিনিতে পারে এক দিনের রনে।
দশ হাজার বৎসর যদি কহি কথন
তবু বলিতে নারি হনুমানের বিক্রম।
আপনি রাম তুমি সাক্ষাৎ নারায়ন
তোমার সেবক তাহার কি কব কথন।
যত গুন বীরে বীর কি কহিতে পারি
বিদায় দেহ রঘুনাথ দেশের তরে চলি।
পূর্ব্বকথা কহিল মুনি দুই বৎসর
আপন দেশে বিদায় হইয়া গেল মুনিবর।
নানা রত্ন দিয়া মুনির করি পরিহার
দেশের তরে যান মুনি পাইয়া পুরস্কার।

রাম রাজ্য করেন ধর্ম্মপরায়ন
দুর্ভিক্ষ্য নাহি রামরাজ্যে অকাল মরণ।
রাম বলেন ভরত ভাই শুনহ বচন
চৌদ্দ বৎসর দুঃখ পাইলে আমার কারণ।
রামের কথা শুনিয়া ভরতের অঙ্গীকার
তোমাবিদ্যমানে গোসাঞি মোর রাজ্যভার।
ত্রিভুবনে ভয় নাই তোমাবিদ্যমানে
সীতা লইয়া এক্ষণে থাক রাত্রি দিনে।
ভরতের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস
কেলি করিতে গেল রাম ভিতর আওয়াস।
অষ্ট শত বিহঙ্গে গেল ভিতর অন্তঃপুরী
সীতা আদি করিয়া আছে স্বর্গবিদ্যাধরী।
রাম বলেন সীতা শুন আমার বচন
লঙ্কার ভিতর দেখিলে সোনার অশোকবন।
দশ মাস ছিলা তুমি তাহার ভিতরে
দেবকন্যা লইয়া তাহে রাবন লীলা করে।

তাহার অধিক আমি সৃজিব বৃন্দাবন
তুমি আমি গিয়া কেলি করিব দুই জন।
রঘুনাথ কেলি করিবেন ব্রহ্মা হরষিত
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মায় আনিল ত্বরিত।
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন
রঘুনাথের বৃন্দাবন করহ গঠন।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইল আগুয়ান
অদ্ভুত বৃন্দাবন যে করেন নির্ম্মাণ।
নানা বর্ণ গাছ করিল নানা ফুল ফল
মধু পান করে তাহে ভ্রমর সকল।
কোকিল কলরব করে ভ্রমরঝঙ্কার
নানা বর্ণে পক্ষীশব্দ শুনিতে সুন্দর।
দির্ঘী সরোবরের জল করিল নির্ম্মল
রাজহংস কেলি করে পদ্ম উৎপল।
অশোকবন সৃজে তাহে পুষ্পের উদ্যান
নানা বর্ণে পুষ্প সৃজে সুগন্ধে বহে পবন।
চাঁপা নাগেশ্বর সৃজিল রঙ্গিন জাতী
পারিজাত পুষ্প আনে থাকিয়া অমরাবতী।

যত২ পুষ্প আছে স্বর্গভুবনে
তাহা হইতে পুষ্প লৈয়া সৃজিল বৃন্দাবনে।
পৃথিবির গাছ আনে অতি অনুপম
অযোধ্যায় লইয়া সব করিল নির্ম্মান।
বারমাসিয়া ফল সৃজে আম্র কাঁঠাল
সুরঙ্গ নারিকেল সৃজে অমৃতরসাল।
সোনার প্রাচীর ঘর সোনার আওয়ারী
সোনা দিয়া ঘাট আছে বান্ধিল পুখরী।
রাম সীতা কেলি করিবেন দুই জন
ঘরের জ্যোতি নিকলে যেন সুর্য্যের কিরণ।
অদ্ভুত পুরখান যে করিল নির্ম্মান
বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেল নিজ স্থান।
পুরী দেখিয়া রাম পরমকৌতুকী
পুরী প্রবেশিল রাম লইয়া জানকী।
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য করেন যেহানে
সীতা লইয়া অনুক্ষণ থাকেন বৃন্দাবনে।
প্রথম ঋতু কেলি করেন বসন্ত সময়
মলয় বসন্তের বাত ঘনং বয়।

বিচিত্র গঙ্গাজল পাটি তাহাতে শয়ন
নিদাঘ হইলে কেলি করে দুই জন।
পারিজাত পুষ্প পাতেন সিংহাসনে
বরিষা হইলে তায় কেলি করেন দুই জনে।
শরত উত্তম ঋতু নির্ম্মল গগন
চন্দ্র উদয় করিয়া উর্জ্জল গগন।
রজনীতে শোভা করে আলো করে চাঁন্দে
রাম সীতা কেলি করেন পরমসানন্দে।
হেমন্ত উত্তম ঋতু অগ্রহায়ন মাসে
সীতা লইয়া কেলি করেন পরবহরিষে।
রত্নসিংহাসনে তাহে নেতের তুলি
শীত কাল হইলে রাম তাহে করেন কেলি।
মিষ্ঠ অন্ন পান দোঁহে করেন ভোজন
কর্পূর তাম্বুল দোঁহে করেন ভক্ষন।
এক দিনের বেশ সীতা আর দিন নাহি করে
বিষ্ণু তুষিবারে সীতা নানা বেশ ধরে।
সীতার বেশ করান যত স্বর্গবিদ্যাধরী
সাত হাজার বৎসর সুখে করেন কেলি।

পঞ্চ মাস গর্ব্ভ হইল সীতার ওদরে
কৌতুকে সীতারে রাম জিজ্ঞাসেন সাদরে।
গর্ব্ভবতী স্ত্রী হইলে সাধ খাইতে অভিলাষ
কোন দ্রব্য খাইবে সীতা করহ প্রকাশ।
লাজে হেট মাতা করে সীতা চন্দ্রমুখী
তাহা দেখিয়া রাম হইল কৌতুকী।
এক দ্রব্য খাইতে প্রভু সাধ গেল মনে
এক দিন বিদায় দিবে যাইব তপোবনে।
যমুনার তীরে শ্রাদ্ধ করে মুনিগন
সেই আতব তণ্ডুল আমি করিব ভক্ষন।
মুনির কন্যার সনে যাইব স্নান করিবারে
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইব গঙ্গাতীরে।
অবশ্য আমারে প্রভু দিবেন মেলানি
নানা রত্ন দিয়া তুষিব মুনির ব্রাহ্মনী।
এতেক শুনিয়া রামের বিস্ময় লাগে মনে
কালি বিদায় দিব যাইহ তপোবনে।

এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে
সাত হাজার বৎসরে রাম আইল বাহিরে।
অষ্ট শত বিহঙ্গের বাহির হইল যখন
পাত্র মিত্র কানাকানি করিছে তখন।
রাক্ষসের ঘরে সীতা ছিলেন দশ মাস
হেন সীতা লইয়া রাম গৃহে করেন বাস।
হেনকালে গেল রাম বাহির চবুতারা
দেয়ানে বসিল রাম সভাখণ্ড লইয়া।
ভয় পাইয়া লোক করে কানাকানি
সীতার নিন্দাকথা রাম শুনিল আপনি।
পাত্র মিত্র সভাখণ্ড বসিল সকল
জিজ্ঞাসিল রঘুনাথ সভার ভিতর।
ধর্ম্মে রাজ্য করিল মোর দশরথ বাপ
নানা সুখে ছিল লোক নাহি জানে তাপ।
আমি রাজা হইতে প্রজা আছেত কেমনে
রাজ্যের ব্যবহার মোরে কহ প্রজাগণে।
এতেক বলিল রাম সভার ভিতর
নিঃশব্দ হইল লোক নাহিক উত্তর।

ভদ্র নামে পাত্র ছিল উঠিল আচম্বিত
রায়ের আগে বার্ত্তা কহে যোড় করি হাত।
ভদ্র বলে রঘুনাথ কর অবধান
রঘুবংশের পাত্র আমিসে প্রধান।
অবধান কর গোসাঞি আমার বচন
তোমার রাজ্য আছে গোসাঞি যে প্রজাগণ।
দশরথ রাজ্য করিলেন যেই কালে
নিত্য ভোজন সব করিত স্বর্ণথালে।
ভোজন করিয়া পাত্র বর্জ্জিত তৎক্ষন
এখন পাত্র বর্ত্তে মাসান্তর এক দিন।
রাম বলেন নির্দ্ধন কেন হইল সংসার
রাজা হইয়া করিনু আমি কোন অনাচার।
রাজা যদি পাপ করে প্রজার বাড়ে দুঃখ
রাজা যদি পুন্য করে প্রজার বাড়ে সুখ।
ভদ্র বলে রঘুনাথ নিবেদন করি
পাত্র হইয়া কত বলিব প্রাণে ভয় করি।
রাম বলেন ভদ্র তুমি না হও চিন্তিত
পাত্র হৈলে নির্ভয় বলে এইসে উচিত।

এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতারে
সাত হাজার বৎসরে রাম আইল বাহিরে।
অষ্ট শত বিহন্দের বাহির হইল যখন
পাত্র মিত্র কানাকানি করিছে তখন।
রাক্ষসের ঘরে সীতা ছিলেন দশ মাস
হেন সীতা লইয়া রাম গৃহে করেন বাস।
হেনকালে গেল রাম বাহির চবুতারা
দেয়ানে বসিল রাম সভাখণ্ড লইয়া।
ভয় পাইয়া লোক করে কানাকানি
সীতার নিন্দাকথা রাম শুনিল আপনি।
পাত্র মিত্র সভাখণ্ড বসিল সকল
জিজ্ঞাসিল রঘুনাথ সভার ভিতর।
ধর্ম্মে রাজ্য করিল মোর দশরথ বাপ
নানা সুখে ছিল লোক নাহি জানে তাপ।
আমি রাজা হইতে প্রজা আছেত কেমনে
রাজ্যের ব্যবহার মোরে কহ প্রজাগনে।
এতেক বলিল রাম সভার ভিতর
নিঃশব্দ হইল লোক নাহিক উত্তর।

ভদ্র নামে পাত্র ছিল উঠিল আচম্বিত
রাযের আগে বার্ত্তা কহে যোড় করি হাত ।
ভদ্র বলে রঘুনাথ কর অবধান
রঘুবংশের পাত্র আমি সে প্রধান ।
অবধান কর গোসাঞি আমার বচন
তোমার রাজ্য আছে গোসাঞি যে প্রজাগন ।
দশরথ রাজ্য করিলেন যেই কালে
নিত্য ভোজন সব করিত স্বর্নথালে ।
ভোজন করিয়া পাত্র বর্জ্জিত তৎক্ষন
এখন পাত্র বর্জ্জে মাসান্তর এক দিন ।
রাম বলেন নির্দ্ধন কেন হইল সংসার
রাজা হইয়া করিনু আমি কোন অনাচার ।
রাজা যদি পাপ করে প্রজার বাড়ে দুঃখ
রাজা যদি পুন্য করে প্রজার বাড়ে সুখ ।
ভদ্র বলে রঘুনাথ নিবেদন করি
পাত্র হইয়া কত বলিব প্রানে ভয় করি ।
রাম বলেন ভদ্র তুমি না হও চিন্তিত
পাত্র হৈলে নির্ভয় বলে এইসে উচিত ।

ভদ্র বলে রঘুনাথ যাই যথা তথা
সকল ঠাঁই শুনি প্রভু সীতার নিন্দাকথা।
দেবাসুর নাহি করে যেবা সব রণ
সীতা উদ্ধারিলা রাম মারিয়া রাবণ।
দোষ গুণ না বুঝিয়া সীতা আনিলে ঘরে
এই অপযশ বলে তোমার তরে সংসারে।
এতেক বলিল যদি ভদ্র দুর্ম্মুখে
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রামের সম্মুখে।
রামের নিকটে আছে যত পাত্রগণ
রাম বলেন কহ পাত্র সত্য বচন।
রামের আজ্ঞা পাইয়া বলে পাত্র বর্গ
সকল সত্য হয় গোসাঞি যে বলিল ভদ্র।
শুনিয়া রঘুনাথ ছাড়িল নিশ্বাস
উত্তর কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।

পাত্র মিত্র সভাকারে দিলেন মেলানি
অভিমানে রঘুনাথের চক্ষে পড়ে পানি।

নিদাঘ সময় যে প্রথম মাস জ্যৈষ্ঠ
স্নান করিতে যান রায় যাত্রা করিয়া হেট।
একেশ্বর যান রায় কেহ নাই সংহতি
বাপের সরোবরেতে যান শীঘ্রগতি।
পর্ব্বত জিনিয়া সেই সরোবরের পাড়
চারি ঘাট শোভা করে বিচিত্র আকার।
দক্ষিনঘাটে কাপড় কাচে বুঁপি সোনার পাটে
স্নান করেন রঘুনাথ শ্বশুরঘাটে।
স্নান করিয়া রঘুনাথ গায়ের তোলেন পানি
দক্ষিনঘাটে শুনেন রায় বোনার কাহিনী।
দুই জনে কথা বার্ত্তা শ্বশুর জামাই
শ্বশুর জামাই কথা বার্ত্তা আর কেহ নাই।
শ্বশুর বলে জামাই কুলেতে কুলীন
সর্ব্বগুন বীর তুমি বোনাতে প্রবীন।
জাতির প্রধান হইয়াছিল তোমার পিতা
রূপ গুন দেখিয়া তোমাকে দিলাম দুহিতা।
কোন দোষ করিল ঝি মারিলে কোন ছলে
একেশ্বর রাত্রে গেল আমার মন্দিরে।

দুই প্রহর রাত্রে গেল বড়পাইলাম ভয়
বাপের বাড়ী যুবতী কন্যা কভু ভাল নয়।
এত যদি জামাতারে বলিল শ্বশুর
বাক্যের ছল পাইয়া জামাতা বলিছে প্রচুর।
শ্বশুর হইয়া বল কি বলিতে পারি
তোমার কন্যা শ্বশুর থাকুক তোমার বাড়ী।
দুই প্রহর রাত্রে গোসাঞি কেহ নাই সংহতি
কার আশ্রমে কালি বঞ্চিলেক রাতি।
পৃথিবির রাজা রাম সম্বরিতে পারে
রাবনে হরিলেক সীতা আনিলেক ঘরে।
রামহেন আমি নহি পৃথিবির পতি
জাতি লোকে খোঁটা দিবে আমি হীন জাতি।
শ্বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন
রাম ঘরে আইলেন বিরস বদন।
ভদ্র যত বলিলেক রামের মনে লয়
যত কিছু বলিল ভদ্র কিছু মিথ্যা নয়।
হেট মাতায় আইসেন রাম করেন বিসাদ
এথা সীতা দেবী পাড়িয়াছে প্রমাদ ।

পঞ্চ মাসের গর্ব্ভ সীতার উদরে
আয়ে২ এক ঠাঁই বসিয়াছেন ঘরে।
কেহ গায়ে তৈল দেয় মাতায় চিরুনি
কেহ পাখাতে কেহ ফিরায় বিয়নী।
আয়ে২ এক ঠাঁই কহেন কথন
কহ দেখি সীতা দেবী রাবন কেমন।
কেমনে দশ মুণ্ড ধরে লঙ্কার রাবন
কেমন আকার তার কেমন বদন।
তোমারে লইয়া রাক্ষস করিল দুর্গতি
ভুমিতে লিখিয়া দেহ তার মুণ্ডে মারি নাথি।
সীতা বলেন আমি না দেখি তাহারে
সবেমাত্র ছায়া দেখিনু সাগরের জলে।
তবু উপদ্রব করে সীতার জাতৃগন
কেমন ছায়া দেখিলে ভুমে করহ লিখন।
সীতার জাতৃ তারা চারি বহিনী
প্রমাদ পাড়িলে তারা দৈবে নাহি জানি।
হাতে খড়ি নিল সীতা দেবের নির্ব্বন্ধ
কুড়ি হস্ত কুড়ি চক্ষু লিখিল দশ কন্ধ।

গর্ব্ববতী স্ত্রী হইলে সদাই ওঠে হাঁই
আলস্য করিয়া সীতা শুইল সেই ঠাঁই।
শোকসাগরে ডুবাইতে আনেন বিধাতা
নেতের আঁচল পাড়ি শুইল দেবী সীতা।
চারিভিতে চাহিতে রাম গেল অন্তঃপুরী
রাম দেখিয়া বাহির হৈল সকল সুন্দরী।
সীতার হেটে রাম দেখিল রাবন
ভাল অপযশ মোরে বলে সর্ব্বজন।
সীতারে দেখিয়া রাম আইল বাহিরে
অভিমানে রঘুনাথের চক্ষে লোহ পড়ে।
সত্য নাহি আমার বাপ আমা পুত্র বর্জ্জে
সত্য কার্য্যে করিলে লোকে নাহি গর্জ্জে।
সীতার রূপ গুন কোথায় নাহি শুনি
রূপ গুন দেখিয়া তারে না দিলাম সতিনী।
সীতার লাগি বলিল মোরে বাপ দশরথে
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিল হাতে২।
দেশেরে আনিলাম দিয়া সীতারে আশ্বাস।
হেন সীতা লাগিয়া লোক করে উপহাস।

উপহাস করে লোক কত সহিতে পারি
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিল দুয়ারি।
দুয়ারি ডাকিয়া রাম বলেন বচন
ভরত লক্ষ্মণ ঝাট আন শত্রুঘ্ন।
রামের আজ্ঞা পাইয়া দ্বারি সত্বর
তিন ভাই আনিয়া দিল রামের গোচর।
তিন ভাই আসিয়া বন্দিল রামের চরণ
তিন ভাই লইয়া যুক্তি করেন তখন।
যে কর্ম্ম করিতে লজ্জা পাই সভার আগে
আমা সভার যুক্তি তা করিতে পরিত্যাগে।
রাম বলেন আর না বলহ উত্তর
সীতানাগিয়া লজ্জা পাই সভার ভিতর।
অপযশ কত সহিব স্ত্রীর কারন
অপযশ পাইলে বর্জ্জি তোমা তিন জন।
আমার বচন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ
সীতা লইয়া রাখ ভাই মুনির তপোবন।

বাল্মীকের তপোবন যমুনার কূলে
দেশের বাহিরে সীতা এড় নিয়া দূরে।
কালি সীতা বলিয়াছেন আমারে আপনি
নানা রত্ন দিয়া তুষিব মুনির ব্রাহ্মণী।
এই কথা কহ গিয়া প্রানের লক্ষ্মন
রঘুনাথের আজ্ঞায় তুমি চলহ তপোবন।
রাম বলেন শুন রে ভাই ভরত লক্ষ্মন
অশ্বমেধ করিতে ভাই আমার গেল মন।
শরযুর কূলে স্থান করহ নির্ম্মান
করহ সকল কার্য্য হইয়া সাবধান।
রঘুনাথ যজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরষিত
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মায় আনিল ত্বরিত।
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা শুনহ বচন
রঘুনাথের যজ্ঞঘর করহ গঠন।
এতেক শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা হইল আগুয়ান
অদ্ভুত যজ্ঞস্থান করেন নির্ম্মান।
হনুমান আইল সেই যজ্ঞের নিকটে
চারি অক্ষৌহিনী সেনা যজ্ঞস্থানে খাটে।

তিন যোজন কুণ্ড আছে পরিসর
চারি যোজন কুণ্ড ওভেতে দীর্ঘল।
ছয় যোজন করিল কুণ্ডের মেখলা
দ্বাদশ যোজন ঘর বান্ধিল যজ্ঞশালা।
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর
তিল তণ্ডুল যব ধান্য তিন কোটি ঘর।
সোনার প্রাচীর ঘর সোনার আওয়ারী
সোনার নাটশালা বান্ধে দিয়া রম্য পুরি।
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ
অমরাবতী স্বর্গ যেন করিল গঠন।
যজ্ঞ দেখিতে আসিবেন পৃথিবির রাজা
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক লোক প্রজা।
যজ্ঞ দেখিতে আসিবেন পৃথিবির মুনি
তাহাসভার ঘর মুকুতার গাঁথনি।
আশি যোজনের পথ করিল আগুন
বচিত্র কুণ্ড তাহে করিল গঠন।
এক মাসে পুরীখান করিল নির্ম্মাণ
বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেল নিজ স্থান।

ইন্দ্র বরুন যম যজ্ঞের হইল হোতা
যজ্ঞের অগ্নি হইল আপনি বিধাতা।
বড়২ যত মুনি আছেন ভুবনে।
একেং সব মুনি আইল যজ্ঞস্থানে।
জমদগ্নি আইল ভার্গব পরাসর
সবর্ন কশ্যপ আর আইল মুনিবর।
ভরদ্বাজ হস্তদীর্ঘ আইল শীঘ্রগতি
দুর্ব্বশা মুনি আইল বড় ক্রোধমতি।
অস্তিক মুনি আইল গৌতম তপোধন
মৎস্যকন আইল ঋষি সঙ্গোপন।
পূর্ব্ব হইতে আইল দক্ষ মহামুনি
ঐষিক কুশধ্বজ আইল নরযজ্ঞালি।
বিষ্ণুপদ মুনি আইল ঔর্ব্বচারন
সনক সনাতন আইল দুই জন।
সাণ্ডিল্য গার্গ মুনি করিল আগুসার
কপিল মহামুনি আইল বিষ্ণু অবতার।
জয়মিনি দধিচি আইল সরভঙ্গ
চিত্রবিধি কৌশিক আইল মাতঙ্গ।

দেবর্ষি মুনি আইল পরম আনন্দ
বিভাণ্ডক ঋষ্যশৃঙ্গ আইল সদানন্দ।
দেব বিরাট বিশ্বশ্রবা আইল জহ্নু মুনি
চারি দিগের মুনি আইল অকথ্য কাহিনী।
একে২ মুনি আইল কহিতে না জানি
সবে কার্য্য বুঝিয়া আইল বাল্মীকি মুনি।
সকল মুনিগণ করিল বেদধ্বনি
যজ্ঞ করিতে রঘুনাথ বসিল আপনি।
যজ্ঞ করিতে রাজমহিষী চাহি যজ্ঞস্থানে
সোনার সীতা আনিল সেই যজ্ঞের বিধানে।
সকল পৃথিবী গেল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ
নিমন্ত্রণ পাইয়া যজ্ঞে আইল রাজাগণ।
সুগ্রীব অঙ্গদ আইল লৈয়া বানরগণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল সুষেণনন্দন
সরভ কুমুদ আইল মন্ত্রী জাম্বুবান
নল নীল আইল বীর হনুমান।

যজ্ঞের নিমন্ত্রণ গেল সাগরের পার
তিন কোটি রাক্ষস লৈয়া বিভীষণ আগুসার।
দেশে২ চলিল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ
নিমন্ত্রণ পাইয়া যজ্ঞে আইল রাজাগণ।
মিথিলা হইতে আইল জনক মহর্ষি
শাল্ব মহারাজা আইল যার দেশ কাশী।
নেপালের রাজা আইল দুর্জ্জয় মহাবল
রাজগিরির রাজা আইল বিস্তর।
অঙ্গ দেশের রাজা আইল লোমপাদ নাম
বেহারের রাজা আইল নীলগিরি নাম।
বিজয় নগর বিদ্যানগর কাঞ্চি কর্ণাট
চৌদিগের রাজা আইল লিখিতে নারি ঠাট।
অষ্ট প্রহর রামের কাজে রাজাগণ আছে
দিগ দিগন্তরের লোক আইল যত আছে।
তেলঙ্গ ত্রৈলঙ্গ দেশ গান্ধার কলিঙ্গ
আটাইশ কোটি রাজা আইল থাকিয়া পশ্চিম।
সিংহল সিদ্ধান্ত দেশ মনু নাম পুরী
সাতাইশ লক্ষ রাজা আইল অযোধ্যানগরী।

পঞ্চাল আদি যত রাজা উত্তর দেশে বৈসে
সত্তরি লক্ষ রাজা আইল থাকিয়া রঙ্গ দেশে ।
যত২ রাজা আছে ভারতভিতর
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সভার উপর ।
যত সব রাজা আইল রায়ের নিকটে
রঘুনাথ আজ্ঞা করিলে এত লোক খাটে ।
সপ্ত দ্বীপের রাজা আইল অযোধ্যানগরী
আগে ঘর বান্ধিয়া সভে থোড়ে সারি২ ।
পৃথিবীতে রাজা আছে লক্ষ কোটি অযুত
রঘুনাথের দ্বারে আসি হইল মজুত ।
অবধূত সন্যাশী আইল দেশ দেশান্তরী
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আইল স্বর্গবিদ্যাধরী ।
পৃথিবীতে যত ছিল দুঃখিত ব্রাহ্মণ
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে করিল গমন ।
স্বর্গলোক মর্ত্তালোক আইল পাতাল
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল ।
ত্রিভুবনের যত লোক আইল অপার
মথুরা থাকিয়া শত্রুঘ্ন আগুসার ।

বশিষ্ঠ নারদ আর সুমন্ত্র সারথি
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল শীঘ্রগতি ।
যব ধান্য গোধূম আতব তণ্ডুল
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল প্রচুর ।
সূর্য্যের কিরণ যেন বসিল সব ঋষি
পর্ব্বতপ্রমাণ চাহি তিল রাশি২ ।
তিন কোটি বৃন্দ চাহি শ্রীফলের কাঠ
যত সব দ্রব্য আইল যজ্ঞের নিকট ।
রঘুবংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত্র সারথি
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনিল শীঘ্রগতি ।
যখন ভরত রাজা যে আজ্ঞা করে
সেই দ্রব্য শত্রুঘ্ন যোগায় নিয়া তারে ।
শত্রুঘ্নের ঠাট কটক দুই অক্ষৌহিনী
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য বহিবহি আনি ।
যে রাক্ষসের ডরেতে পলায় মুনিগণ
সেই রাক্ষস মুনির পাখালে চরন ।
নৃত্য গীত মঙ্গল যে নানা বাদ্য শুনি
অখিল ভুবনে শুনি রামজয় ধ্বনি ।

যত২ রাজা যজ্ঞ করিল কোটি২
ত্রিভুবনে নাহি এমত যজ্ঞের পরিপাটি ৷
অশ্বনগর হইতে আইল সর্ব্ব লক্ষন ঘোড়া
অনেক ঠাট রাখে ঘোড়া জাতি ঝকড়া ৷
শ্যামল বর্ণে ঘোড়া ধবল বর্ণে চারি খুর
নানা অলঙ্কার শোভে হার কেয়ুর ৷
লেজ শোভা করে যেন ধবল চামর
কপালে শোভা করে যেন পূর্ণ শশধর ৷
সর্ব্ব গায়ে খানিখানি স্বর্ণ অদ্ভুত
মেঘমণ্ডলে যেন পড়িয়াছে বিদ্যুত ৷
স্বর্ণবর্ণে কর্ণ যেন ধরে নানা জ্যোতি
দুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ৷
গলার লোমাবলি যেন মুকুতার ঝারা
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন আকাশের তারা ৷
জয়পত্র ঘোড়ার কপালে করিল লিখন
শত্রুঘ্ন বীরে দিলেন ঘোড়ার রক্ষন ৷
রাম বলেন শুনহ শত্রুঘ্ন ভাই
পূর্ণা দিবার কালে যেন যজ্ঞের ঘোড়া পাই ৷

দুই অক্ষৌহিণী ঠাটে ঘোড়া রাখেন শত্রুঘ্ন
যজ্ঞ করিতে বসিল রাম হরষিত মন।
অভিষেক করিয়া রাম যজ্ঞ করিতে বৈসে
এড়িয়া দিলেন ঘোড়া বেড়ায় দেশে২।
পূর্ব্ব দিগে গেল ঘোড়া অনেক দিনের পথ
নদ নদী এড়াইয়া ওঠিল পর্ব্বত।
ঘোড়ার পিছে শত্রুঘ্ন হইল আটক
পর্ব্বতের ওপরে রাজ্য দুর্জ্জয় শঙ্কট।
সেই পর্ব্বতের নাম বিরূপাক্ষ গিরি
রাজার নাম মহাবল পর্ব্বত নাম ধরি।
রাজার বাড়ী অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে
গড় লঙ্ঘিয়া ঘোড়া গেল অন্তরীক্ষে।
গড়ের ভিতর ঘোড়া করিল প্রবেশ
হেনকালে শত্রুঘ্ন গেল সেই দেশে।
সকল কটকে ঘোড়া চারি দিগে বেড়ে
কটক লইয়া শত্রুঘ্ন রহিল বাহিরে।
শত্রুঘ্নের কটক দুই অক্ষৌহিণী
সকল কটকে নিভাইল গড়ের অগিনি।

সকল কটকে প্রবেশ করেন শত্রুঘ্ন
শত্রুঘ্নে দুই রাজায় দোঁহে বাজে রন।
রামের ভাই শত্রুঘ্ন বীর অবতার
শত্রুঘ্নের বান দেখি রাজার চমৎকার।
মহাবল শত্রুঘ্ন বানের জানে সন্ধি
হাতে গলায় এখন রাজারে করিল বন্ধি।
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শত্রুঘ্ন
রামদরশনে তার বন্ধন বিমোচন।
পূর্ব্ব দিগ জয় করিয়া আইল শত্রুঘ্ন
উত্তর দিগেতে ঘোড়া করিল গমন।
উত্তর দিগে গেল ঘোড়া পবনের গতি
কটক লইয়া শত্রুঘ্ন তাহার সংহতি।
দিগ দিগন্তরে ঘোড়া যায় দেশেং
ছয় মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমেষে।
জয়পত্র ঘোড়ার কপালে দেখিল লিখন
ঘোড়া দেখিয়া প্রান উড়ে যত রাজাগন।
সকল রাজা আসিয়া মিলিল তথাই
পরাজয় মানিল সভে শত্রুঘ্নের ঠাঁই।

তবে গেল ঘোড়া হিমালয়ের পার
তথাকার রাজার নাম বিক্রমে বিশাল।
ঘোড়া দেখিয়া রাজার হরিতে গেল সাধ
শত্রুঘ্ন রাজায় তবে দুই জনে বিবাদ।
কেহ কারে জিনিতে নারে সোষর দুই জন
দোঁহাকার বান গিয়া ছাইল গগন।
বাছিয়া২ বান এড়েন শত্রুঘ্ন
বানে ফুটিয়া রাজা হইল অচেতন।
বানে ফুটিয়া রাজা হইল কাতর
হাতে গলায় বান্ধিয়া পাঠায় অযোধ্যানগর।
যে রাজা বান্ধিয়া পাঠায় শত্রুঘ্ন
রামদরশনে তার বন্ধন বিমোচন।
ঘোড়া লইয়া শত্রুঘ্ন যজ্ঞের নিকটে
পশ্চিম দিগে গেল ঘোড়া তারা যেন জোটে।
যে দিগে যায় ঘোড়া সে দিগে না যায় আর
পশ্চিম দিগে গেল ঘোড়া সিন্ধু নদীর পার।
ফাঁফর হইল শত্রুঘ্ন ঘোড়া নাহি দেখে
সিন্ধু নদীর পার গেল সকল কটকে।

বিকৃতি আকার তারা হাতে চোয়াড় বাঁশ
হস্তী ঘোড়া মারিয়া তারা খায় রক্ত মাংস।
পিশাচভোজন তারা পিশাচ আচার
জীব মারিয়া তারা করেন আহার।
সকল ব্যাধিতে ঘোড়া বেড়ে চারিভিতে
কুপিল শত্রুঘ্ন বীর ধনুক বাণ হাতে।
রামের ভাই শত্রুঘ্ন বীর অবতার
এক বাণে সব ব্যাধি করিল সংহার।
তিন দিগ শত্রুঘ্ন করিয়া আইল জয়
ঘোড়া লইয়া শত্রুঘ্ন যজ্ঞের কাছে রয়।
ত্রৈলোক্যে বিজয় যজ্ঞ বড় পরিপাটি
আতব তণ্ডুল যজ্ঞে থুতে পৌটি২।
লক্ষ২ শুদ্ধ বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে
ইন্দ্র বরুণ যম যজ্ঞের চারিভিতে।
যজ্ঞ সাঙ্গ হইল যজ্ঞে পূর্ণ দিবার ক্ষণে
দৈবনির্ব্বন্ধ ঘোড়া গেলত দক্ষিণে।

পবনবেগে ঘোড়া করে অবতার
বাল্মীকির দেশ গেল যমুনার পার।
যে দিন যে হবে তাহা মুনি সব জানে
লব কুশ দুই ভাই ডাক দিয়া আনে।
মুনি বলে লব কুশ শুন সাবধানেতে
তপ করিতে যাই আমি চিত্রকূট পর্ব্বতে।
তপোবন রাখিহ তুমি ভাই দুই জনে
তথায় বিলম্ব মোর হইবে অনেক দিনে।
কার সঙ্গে না করিহ বাদ বিসম্বাদ
মুনি সব জানে যত পড়িবে প্রমাদ।
দুই ভাই প্রণাম করিল কর পুটে
সকল শিষ্য লইয়া গেল চিত্রকূটে।
বার শত শিষ্য গেল মুনিবরে
দুই ভাই খেলা খেলি বেড়ায় দণ্ড করে।
ধনুক বান হাতে দুই ভাই খেলা খেলে
মৃগ পক্ষী সব বিন্ধে বসিয়া গাছের তলে।
সন্ধান পুরিয়া দুই ভাই এড়ে বান
দেশ দেশান্তরে বান বেড়ায় স্থানেস্থান।

মদ নদী বিন্ধিয়া বিন্ধে যে পর্ব্বত
এক দিনে বেড়ায় বান ছয় দিনের পথ ॥
ষটচক্র বান যে বেড়ায় দেশে২
লক্ষ২ মৃগ মারিয়া তুনের ভিতর আইসে ॥
এমন বানের শিক্ষা নাহি ত্রিভুবনে
কেবা শিক্ষালে বান কোথা হৈতে জানে ॥
দুই ভাই বৃক্ষতলে খেলায় খেলে
হেনকালে ঘোড়া আইল গাছের তলে ।
ঘোড়া দেখিয়া হরিষ হইল দুই জন
জয়পত্র ঘোড়ার কপালে দেখিল লিখন ।
রাজা দশরথের জন্ম সূর্য্যবংশে
সত্য পালিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
তার পুত্র রঘুনাথ ত্রিভুবনভিতরে
অযোধ্যায় রাজা করে চারি সহোদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মন ভরত শত্রুঘ্ন
অশ্বমেধ যজ্ঞ রাম করিছে আরম্ভন ॥
সৌমিত্রি বীরে দিল ঘোড়ার রক্ষন
দুই অক্ষৌহিনী ঠাট তাহার ভিড়ন ॥

রাবণ হেন দুর্জ্জয় বীর ছিল কোন দেশে
আমার সনে বাদ করি মরিল সবংশে।
জয়পত্র দেখিয়া দুই ভাই কোপে জ্বলে
জিজ্ঞাসা করিয়া ঘোড়া বান্ধে গাছের তলে।
দুই অক্ষৌহিণীতে ঘোড়া না পারে রাখিতে
হেন ঘোড়া দুই ভাই বান্ধিল ভালমতে।
ঘোড়া বান্ধিয়া মায়ের কাছে গেল দুই জন।
মিষ্ট অন্ন পান দোঁহে করিল ভোজন।
শ্রীরাম বলেন ঘোড়া আনহ শত্রুঘ্ন
যজ্ঞ সাঙ্গ হইল পূর্ণা দিবত এখন।
সৌমিত্রের আগে দূত কহে বারেবার
ঘোড়া বন্দি হইল তোমার যমুনার পার।
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিসাদ
বিধাতার নির্ব্বন্ধ কিবা পড়িল প্রমাদ।
বিসয় দক্ষিণ দিগ বড়ই সঙ্কট
কোন বীর হবে গিয়া তাহার নিকট।
অনেক শক্তিতে আমি মারিলাম লবণ
না জানি কাহার সনে এবার হয় রণ।

এতেক চিন্তিয়া তবে বীর শত্রুঘ্ন
ঘোড়ার উদ্দেশে বীর করিল গমন ॥
ঘোড়া দেখিতে দুই ভাই হৈল আগুসার
লব কুশ দেখিয়া সৌমিত্রের চমৎকার ॥
লব কুশ খেলা খেলে দেখিল শত্রুঘ্ন
শত্রুঘ্ন বলে ঘোড়া বান্ধিল কোন জন ॥
কোন বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ
সবংশে মরিতে চাহে রামের সনে বাদ ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুনিয়া দুই ভাই হাসে
কি নাম বীর হও তুমি বৈস কোন দেশে ।
শত্রুঘ্ন বলে আমার জন্ম সূর্য্যবংশে
চারি ভাই বসি আমি অযোধ্যার দেশে ॥
দশরথের পুত্র আমরা ভাই চারি জন
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রৈলোক্য বিজয়ী
রামের বিক্রমের কথা শুন তাহা কহি ॥